নরেন্দ্র। 'আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে, দে মা পাগল ক'রে।' (মাষ্টারের প্রতি) দেখুন, Hamiltonএ প'ড়্লুম—লিখ্ছেন, 'A learned ignorance is the end of philosophy and the beginning of religion.'

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। এর মানে কি গা?

নরেন্দ্র। Philosophy (দর্শনশাস্ত্র) পড়া শেষ হ'লে মানুষটা পণ্ডিতমূর্খ হ'য়ে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে। তখন ধর্ম্মের আরম্ভ হয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। Thank you! Thank you! (সকলের হাস্য।)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[সন্ধ্যা-সমাগমে।]

কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া অধিকাংশ লোক বাটী গমন করিলেন। নরেন্দ্রও বিদায় হইলেন।

বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল। সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুরবাড়ীর ফরাস চারিদিকে আলোর আয়োজন করিতে লাগিল। কালীঘরের ও বিষ্ণুঘরের দুই জন পূজারি গঙ্গায় অর্দ্ধনিমগ্ন হইয়া বাহ্য ও অন্তর শুচি করিতেছেন, কেন না, শীঘ্র গিয়া আরতি ও ঠাকুরদের রাত্রিকালীন শীতল দিতে হইবে। দক্ষিণেশ্বর-গ্রামবাসী যুবকবৃন্দ—কাহারও হাতে ছড়ি, কেহ বন্ধু সঙ্গে—বাগান বেড়াইতে আসিয়াছে। তাহারা পোস্তার উপর বিচরণ করিতেছে ও কুসুমগন্ধবাহী নির্ম্মল সন্ধ্যাসমীরণ সেবন করিতে করিতে শ্রাবণ মাসের খরস্রোত ঈষৎবীচি-বিকম্পিত গঙ্গাপ্রবাহ দেখিতেছে। তন্মধ্যে হয় ত কেহ অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল, পঞ্চবটীর বিজনভূমিতে পাদচারণ করিতেছে। ভগবান রামকৃষ্ণও পশ্চিমের বারাণ্ডা হইতে কিয়ৎকাল গঙ্গাদর্শন করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হইল। ফরাস আলোগুলি জ্বালিয়া দিয়া গেল। পরমহংসদেবের ঘরে আসিয়া দাসী প্রদীপ জ্বালিয়া ধুনা দিল। এদিকে দ্বাদশমন্দিরে শিবের আরতি আরম্ভ হইল. তৎপরেই বিষ্ণুঘরের ও কালীঘরের আরতি আরম্ভ হইল। কাঁসর, ঘড়ি ও ঘণ্টা মধুর ও গম্ভীর নিনাদ করিতে লাগিল—মধুর ও গম্ভীর—কেন না, মন্দিরের পার্শ্বেই কলকলনিনাদিনী গঙ্গা।

শ্রাবণের কৃষ্ণা প্রতিপদ। কিয়ৎক্ষণ পরেই চাঁদ উঠিল। বৃহৎ উঠান ও উদ্যানস্থিত বৃক্ষশীর্ষ ক্রমে চন্দ্রকিরণে প্লাবিত হইল। এদিকে জ্যোৎস্নাস্পর্শে ভাগীরথীসলিল যেন কত আনন্দ করিতে করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পরেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতাকে নমস্কার করিয়া, হাততালি দিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কক্ষমধ্যে অনেকগুলি ঠাকুরদের ছবি—ধ্রুব প্রহ্লাদের ছবি, রাম রাজার ছবি, মা কালীর ছবি, রাধাকৃষ্ণের ছবি। তিনি সকল ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহাদের নাম করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। আবার বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মাত্মা ভগবান্, ভাগবতভক্ত ভগবান্; ব্রহ্ম-শক্তি, শক্তি ব্রহ্ম; বেদ, পুরাণ, তন্ত্র; গীতা, গায়ত্রী। শরণাগত, শরণাগত; নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু; আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, ইত্যাদি। নামের পর করযোড়ে জগন্মাতার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দুই চারিজন ভক্ত সন্ধ্যাগমে উদ্যানমধ্যে গঙ্গাতীরে বেড়াইতেছিলেন। তাঁহারা ঠাকুরদের আরতির কিয়ৎক্ষণ পরে পরহংসদেবের ঘরে ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব খাটে উপবিষ্ট। মাষ্টার, অধর, কিশোরী ইত্যাদি নীচে সম্মুখে বসিয়া আছেন।

(নরেন্দ্রের কত গুণ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, এরা সব নিত্য সিদ্ধ, ঈশ্বরকোটী। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ। দেখ না, নরেন্দ্র কাহাকেও care (গ্রাহ্য) করে না। আমার সঙ্গে কাপ্তেনের গাড়ীতে যাচ্ছিল—কাপ্তেন ভাল জায়গায় ব'স্‌তে ব'ল্লে—তা চেয়েও দেখ্‌লে না। আমারই অপেক্ষা রাখে না। আবার যা জানে, তাও বলে না—পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে, নরেন্দ্র এত বিদ্বান্। মায়ামোহ নাই—যেন কোন বন্ধন নাই। খুব ভাল আধার। একাধারে অনেক গুণ; গাইতে বাজাতে, লিখ্‌তে পড়্‌তে, এদিকে জিতেন্দ্রিয়,—ব'লেছে, বিয়ে কোর্‌বো না। নরেন্দ্র আর ভবনাথ দু'জনে ভারি মিল—যেন স্ত্রী পুরুষ। নরেন্দ্র বেশী আসে না। সে ভাল। বেশী এলে আমি বিহ্বল হই।

———

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

অষ্টম খণ্ড।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সিঁন্দূরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে গমন ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সহিত কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

['সমাধিমন্দিরে।']

কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথি। ইংরাজী ২৬শে নবেম্বর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীযুক্ত মণি মল্লিকের বাটীতে সিন্দূরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইত। বাড়ীটী চিৎপুর রোডের উপর; পূর্ব্বধারে; হ্যারিসন রোডের চৌমাথা —যেখানে বেদানা, পেস্তা, আপেল এবং অন্যান্য মেওয়ার দোকান আছে, সেখান হইতে কয়েক খানি দোকান বাড়ীর উত্তরে। সমাজের অধিবেশন রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী দুতলার হলঘরে হইত। আজ সমাজের সাম্বৎসরিক; তাই শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক মহোৎসব করিয়াছেন।

উপাসনাগৃহ আজ আনন্দপূর্ণ, বাহিরে ও ভিতরে হরিৎ বৃক্ষপল্লবে, নানাপুষ্প ও পুষ্পমালায় সুশোভিত। গৃহমধ্যে ভক্তগণ আসন গ্রহণ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন উপাসনা হইবে। গৃহমধ্যে সকলের স্থান হয় নাই, অনেকেই পশ্চিমদিকের ছাদে বিচরণ করিতেছেন, বা যথাস্থানে স্থাপিত সুন্দর বিচিত্র কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। মাঝে মাঝে গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া মিষ্ট সম্ভাষণে অভ্যাগত ভক্তবৃন্দকে আপ্যায়িত করিতেছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্ম ভক্তগণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা আজ একটী বিশেষ উৎসাহে উৎসাহান্বিত। আজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভাগমন হইবে। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ কেশব, বিজয়, শিবনাথ প্রভৃতি ভক্তগণকে পরমহংসদেব বড় ভাল বাসেন। তাই তিনি ব্রাহ্ম ভক্তদের এত প্রিয়। পরমহংসদেব হরিপ্রেমে মাতোয়ারা; তাঁহার প্রেম, তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাস, তাঁহার বালকের ন্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন,

ভগবানের জন্য তাঁহার ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন, তাঁহার মাতৃজ্ঞানে স্ত্রীজাতির পূজা, তাঁহার বিষয়কথাবর্জ্জন ও তৈল-ধারা তুল্য নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর-কথাপ্রসঙ্গ, তাঁহার সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ও অপর ধর্ম্মে বিদ্বেষভাবলেশশূন্যতা, তাঁহার ঈশ্বর ভক্তের জন্য রোদন, এই সকল ব্যাপার ব্রাহ্মভক্তদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। তাই আজ অনেকে বহুদূর হইতে তাঁহার দর্শন লাভার্থে আসিয়াছেন।

[শিবনাথ ও সত্যকথা।]

উপাসনার পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্ম-ভক্তদের সহিত সহাস্য বদনে আলাপ করিতে লাগিলেন। সমাজগৃহে আলো জ্বালা হইল, অনতিবিলম্বে উপাসনা আরম্ভ হইবে।

পরমহংসদেব বলিলেন, "হাঁগা, শিবনাথ আস্‌বে না?" একজন ব্রাহ্মভক্ত বলিলেন, "না, আজ তাঁর অনেক কাজ আছে, আস্‌তে পার্‌বেন না।" পরম-হংসদেব বলিলেন, "শিবনাথকে দেখ্‌লে আমার বড় আনন্দ হয়, যেন ভক্তিরসে ডুবে আছে; আর যাকে অনেকে গণে মানে, তা'তে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কিছু শক্তি আছে। তবে শিবনাথের একটা ভারি দোষ আছে—কথার ঠিক নাই। আমাকে ব'লেছিল যে, একবার ওখানে (দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে) যাবে, কিন্তু যায় নাই, আর কোন খবরও পাঠায় নাই; ওটা ভাল নয়। এই রকম আছে যে, সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট ক'রে ধ'রে থাক্‌লে ভগবান্ লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাক্‌লে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হ'য়ে যায়। আমি এই ভেবে, যদিও কখন ব'লে ফেলি যে বাহ্যে যাব, যদি বাহ্যে না ও পায়, তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে ক'রে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই—পাছে সত্যের আঁট যায়। আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে ক'রে ব'লে-ছিলুম, 'মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাম তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। যখন এই সব ব'লেছিলুম, তখন একথা বলতে পারি নাই, 'মা! এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য। সব মাকে দিতে পাল্লুম, 'সত্য' মাকে দিতে পাল্লুম না।"

['সমাধি মন্দিরে।']

ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা আরম্ভ হইল। বেদীর উপরে

আচার্য্য, সম্মুখে সেজ! উদ্বোধনের পর আচার্য্য পরব্রহ্মের উদ্দেশে বেদোক্ত মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মভক্তগণ সমস্বরে সেই পুরাতন আর্য্য ঋষির শ্রীমুখনিঃসৃত, তাঁহাদের সেই পবিত্র রসনার দ্বারা উচ্চারিত, নাম গান করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন—"সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দমমৃতম্ যদ্বিভাতি শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্"। প্রণবসংযুক্ত এই ধ্বনি ভক্তদের হৃদয়াকাশে প্রতিধ্বনিত হইল। অনেকের অন্তরে বাসনা নির্ব্বাপিত-প্রায় হইল। চিত্ত অনেকটা স্থির ও ধ্যানপ্রবণ হইতে লাগিল। সকলেরই চক্ষু মুদ্রিত—ক্ষণকালের জন্য বেদোক্ত সগুণ ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব ভাবে নিমগ্ন হইলেন। স্পন্দহীন, স্থিরদৃষ্টি, অবাক, চিত্রপুত্তলির ন্যায় বসিয়া রহিলেন। আত্মাপক্ষী কোথায় আনন্দে বিচরণ করিতেছে; আর দেহটী মাত্র শূন্য মন্দির পড়িয়া রহিয়াছে!

সমাধির অব্যবহিত পরেই পরমহংসদেব চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, দেখিলেন—সভাস্থ সকলেই নিমীলিত নেত্র। তখন "ব্রহ্ম" "ব্রহ্ম" বলিয়া হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন। উপাসনান্তে ব্রাহ্মভক্তেরা খোল করতাল লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, আর নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে মধুর নৃত্য সকলে মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে লাগিলেন। অনেকে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ও কীর্ত্তনানন্দ সম্ভোগ করিয়া এককালে সংসার ভুলিয়া গেলেন। ক্ষণকালের জন্য তাঁহারা হরি-রস পান করিয়া বিষয়ানন্দ ভুলিয়া গেলেন। বিষয় সুখের রস তিক্তবোধ করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর কি বলেন, শুনিবার জন্য সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[গৃহস্থের প্রতি উপদেশ।]

সমবেত ব্রাহ্মভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন;—"নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার করা বড় কঠিন। প্রতাপ ব'লেছিল, "মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত। জনক নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার ক'রেছিলেন, আমরাও তাই কর্‌বো।" আমি ব'ল্লুম; মনে কল্লেই কি জনক রাজা হওয়া যায়? জনকরাজা কত তপস্যা ক'রেছিলেন! হেটমুণ্ড উর্দ্ধপদ হ'য়ে অনেক বৎসর ঘোরতর তপস্যা ক'রে জ্ঞানলাভ ক'রে, তবে সংসারে ফিরে গিছ্‌লেন।"

"তবে সংসারীর কি উপায় নাই ?—হাঁ, অবশ্য আছে। দিনকতক নির্জ্জনে সাধন কর্ত্তে হয়। নির্জ্জনে ক'ল্লে ভক্তি লাভ হয়, জ্ঞান লাভ হয়, তারপর গিয়ে সংসার কর, দোষ নাই। যখন নির্জ্জনে সাধন ক'র্‌বে তখন সংসার থেকে একেবারে তফাতে যাবে; তখন যেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয় কুটুম্ব কেহ কাছে না থাকে। নির্জ্জনে-সাধনের সময় ভাব্‌বে, আমার কেউ নাই; ঈশ্বরই আমর সর্ব্বস্ব। আর কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে জ্ঞান ভক্তির জন্য প্রার্থনা ক'র্‌বে।

"যদি বল, কতদিন নির্জ্জনে সংসার ছেড়ে থাকবো ? তা একদিন যদি এই রকম ক'রে থাক, সেও ভাল; তিন দিন থাক্‌লে, আরও ভাল; বা বারোদিন, একমাস, তিন মাস, এক বৎসর, যে যেমন পারে। জ্ঞান ভক্তি লাভ ক'রে, সংসার ক'ল্লে, আর বড় বেশী ভয় নাই।

"হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্‌লে হাতে আটা লাগে না। চোর চোর যদি খেল, বুড়ী ছুঁয়ে ফেল্লে আর ভয় নাই। একবার পরেশমণিকে ছুঁয়ে সোণা হও, সোণা হবার পর হাজার বৎসর যদি মাটীতে পোঁতা থাক, মাটী থেকে তোলবার পর সেই সোণাই থাক্‌বে।

"মনটী দু'ধের মত। সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হ'লে দুধে জল মিশে যাবে, তাই দুধকে নির্জ্জনে দই পেতে মাখন তুল্‌তে হয়। মন দুধ থেকে, যখন নির্জ্জনে সাধন ক'রে জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখন তোলা হ'লো, তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা যায়। সে মাখন কখনও সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার-জলের উপর নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাসবে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[বিজয়ের নির্জ্জনে সাধন।]

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সবে গয়া হইতে ফিরিয়াছেন। সেখানে অনেক দিন নির্জ্জনে বাস ও সাধুসঙ্গ হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছেন। অবস্থা ভারী সুন্দর, যেন সর্ব্বদা অন্তর্মুখ। পরমহংসদেবের নিকট হেটমুখ হইয়া রহিয়াছেন, যেন মগ্ন হইয়া কি ভাবিতেছেন।

বিজয়কে দেখিতে দেখিতে পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন, "বিজয়! তুমি কি বাসা পাক্‌ড়েছ ?"

"দেখ, দু'জন সাধু ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'রতে একটি সহরে এসে প'ড়েছিল।

একজন হাঁ ক'রে সহরের বাজার, দোকান, বাড়ী দেখ্‌ছিল, এমন সময়ে অপরটীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তখন সে সাধুটী ব'ল্লে, তুমি যে হাঁ ক'রে সহর দেখ্‌ছ, তল্পী তাল্লা কোথায়? প্রথম সাধুটী ব'ল্লে, আমি আগে বাসা পাক্‌ড়ে তল্পী তাল্লা রেখে ঘরে চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেরিয়েছি। এখন সহরে রং দেখে বেড়াচ্ছি। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তুমি কি বাসা পাক্‌ড়েছ?"

(মাষ্টার ইত্যাদির প্রতি) "দেখ, বিজয়ের এতদিন ফোয়ারা চাপা ছিল, এইবার খুলে গেছে।"

[বিজয় ও শিবনাথ। নিষ্কাম কর্ম্ম ও সকাম কর্ম্ম।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। দেখ শিবনাথের ভারী ঝঞ্ঝাট। খবরের কাগজ লিখ্‌তে হয়, আর অনেক কর্ম্ম কর্ত্তে হয়। বিষয়-কর্ম্ম কল্লেই অশান্তি হয়, অনেক ভাবনা চিন্তা জোটে।

"শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, অবধূত চব্বিশ গুরুর মধ্যে চিল্‌কে একটি গুরু ক'রেছিলেন। এক জায়গায় জেলেরা মাছ ধ'র্ত্তে ছিল, একটী চিল এসে একটা মাছ ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। কিন্তু মাছ দেখে পেছনে পেছনে প্রায় এক হাজার কাক চিলকে তাড়া ক'রে গেল এবং একসঙ্গে কা কা কা করে বড় গোলমাল কর্ত্তে লাগলো; চিল মাছ নিয়ে যে দিকে যায়, কাকগুলোও তাড়া করে সেই দিকে যেতে লাগলো। দক্ষিণদিকে চিলটা গেল; কাকগুলাও সেই দিকে গেল; আবার উত্তরদিকে যখন সে গেল; ওরাও সেই দিকে গেল। এইরূপে পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে চিল ঘুর্‌তে লাগলো। শেষে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে, ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে মাছটা তার কাছ থেকে পড়ে গেল। তখন কাকগুলা চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে গেল। চিল তখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটা গাছের ডালের উপর গিয়ে বস্‌লো। ব'সে ভাব্‌তে লাগলো—ঐ মাছটা যত গোল ক'রেছিল। এখন মাছ কাছে নাই, তাই আমি নিশ্চিন্ত হ'লুম।"

"অবধূত চিলের কাছে এই শিক্ষা ক'ল্লেন যে, যতক্ষণ সঙ্গে মাছ থাকে অর্থাৎ বাসনা থাকে, ততক্ষণ কর্ম্ম থাকে, আর কর্ম্মের দরুণ ভাবনা, চিন্তা অশান্তি। বাসনা ত্যাগ হ'লেই কর্ম্ম ক্ষয় হয়, আর শান্তি হয়।"

"তবে, নিষ্কাম কর্ম্ম ভাল। তাতে অশান্তি হয় না। কিন্তু নিষ্কাম করা বড় কঠিন। মনে ক'চ্চি নিষ্কাম কর্ম্ম ক'রছি, কিন্তু কোথা থেকে কামনা এসে পড়ে, জান্‌তে দেয় না। আগে যদি অনেক সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ কেউ নিষ্কাম কর্ম্ম ক'র্ত্তে পারে। ঈশ্বর দর্শনের পর নিষ্কাম কর্ম্ম অনায়াসে

করা যায়। ঈশ্বর দর্শনের পর প্রায় কর্ম্মত্যাগ হয়; দুই একজন (নারদাদি) লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্ম করে।

[সন্ন্যাসী ও সঞ্চয়।*]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। অবধূতের আর একটী গুরু ছিল—মৌমাছি। মৌমাছি অনেক কষ্টে অনেক দিন ধ'রে মধুসঞ্চয় করে। কিন্তু সে মধু নিজের ভোগ হয় না। আর একজন এসে চাক ভেঙ্গে নিয়ে যায়। মৌমাছির কাছে অবধূত এই শিখলেন যে, সঞ্চয় ক'রতে নাই। সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোলআনা নির্ভর ক'রবে, তাদের সঞ্চয় ক'র্ত্তে নাই।

"এটী সংসারীর পক্ষে নয়। সংসারীর সংসার প্রতিপালন ক'র্ত্তে হয়। তাই, সঞ্চয়ের দরকার হয়। পন্‌ছী (পাখী) আউর দর্ব্বেশ (সাধু) সঞ্চয় করে না। কিন্তু পাখীর ছানা হ'লে সঞ্চয় করে—ছানার জন্য মুখে ক'রে খাবার আনে।

"দেখ বিজয়, সাধুর সঙ্গে যদি পুটলী পাটলা থাকে, পনরটা গাটওয়ালা যদি কাপড় বুচ্‌কি থাকে, তা'হলে তাদের বিশ্বাস কোরো না। আমি বটতলায় † ঐ রকম সাধু দেখেছিলাম দু'তিন জন বসে আছে; কেউ ডাল বাচ্ছেন, কেউ কেউ কাপড় সেলাই কচ্ছেন, আর বড় মানুষের বাড়ীর ভাণ্ডারার গল্প করছেন। ব'লছেন, "আরে, ও বাবুনে লাখো রূপেয়া খরচ কিয়া; সাধু লোককো বহুত খিলায়া—পুরী, জিলেবী, পেঁড়া, বরফী, মালপুয়া বহুৎ চিজ তৈয়ার কিয়াথা।" (সকলের হাস্য)।

বিজয়। আজ্ঞা হাঁ। গয়ায় ঐ রকম সাধু দেখেছি! গয়ার লোটাওয়ালা সাধু। (সকলের হাস্য)।

[প্রেম ও কর্ম্মত্যাগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। "ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আসলে কর্ম্মত্যাগ আপনি হয়ে যায়। যাদের ঈশ্বর কর্ম্ম করাচ্ছেন, তারা করুক। তোমার এখন সময় হয়েছে—সব ছেড়ে তুমি বলো "মন তুই ছাখ, আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।"

এই বলিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মাধুর্য্য বর্ষণ করিতে করিতে গান গাইলেন;—

* "Take no thought for the morrow."

† রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে যে পঞ্চবটী আছে, সেইখানে।

গীত।

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুই ভাখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে।
(মাঝে মাঝে সে যেন মা ব'লে ডাকে)॥
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিওনাকো।
জ্ঞান নয়নকে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে।
(খুব যেন সাবধানে থাকে)॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। ভগবানের শরণাগত হ'য়ে এখন লজ্জা, ভয়, এ সব ত্যাগ কর। আমি হরিনামে যদি নাচি, লোকে আমায় কি বল্‌বে, এ সব ভাব ত্যাগ কর।

[লজ্জা, ঘৃণা, ভয়।]

"লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়।" লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি অভিমান, জীবের এ সব পাশ। এ সব গেলে তবে সংসার হতে মুক্তি হয়।

"পাপবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব। ভগবানের প্রেম—দুর্লভ জিনিস। প্রথমে, স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা আছে, সেইরূপ নিষ্ঠা ঈশ্বরেতে হয়; তবেই ভক্তি হয়। শুদ্ধাভক্তি হওয়া বড় কঠিন। ভক্তিতে প্রাণ মন ঈশ্বরেতে লীন হবে।

"তার পর -ভাব। ভাবেতে মানুষ অবাক্ হয়। বায়ু স্থির হ'য়ে যায়। আপনি কুম্ভক হয়। যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময়, যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ে সে বাক্যশূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হ'য়ে যায়।

"প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। চৈতন্যদেবের প্রেম হ'য়েছিল। ঈশ্বরে প্রেম হ'লে, বাহিরের জিনিস ভুল হয়ে যায়। জগৎ ভুল হ'য়ে যায়। আর নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস তাও ভুল হ'য়ে যায়।"

এই বলিয়া পরমহংসদেব আবার গান গাহিতে লাগিলেন :—

গীত।

সে দিন কবে বা হবে ?
হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়্‌বে (সে দিন কবে বা হবে ?)
সংসার বাসনা যাবে (সে দিন কবে বা হবে)
অঙ্গে পুলক হবে (সে দিন কবে বা হবে)

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ভাব ও কুম্ভক।]

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় নিমন্ত্রিত আর কয়েকটী ব্রাহ্মভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে কয়েকটী পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীরজনীনাথ রায়।

পরমহংসদেব, ভাব হইলে বায়ু স্থির হয়, এই কথা বলিতেছেন। আরও বলিতেছিলেন, "অর্জ্জুন যখন লক্ষ্য বিঁধেছিল, কেবল মাছের চোখের দিকে দৃষ্টি ছিল—আর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। এমন কি, চোখ ছাড়া আর কোন অঙ্গ দেখ্‌তে পায় নাই। এরূপ অবস্থায় বায়ু স্থির হয়, কুম্ভক হয়।

"ঈশ্বর দর্শনের একটী লক্ষণ—ভিতর থেকে মহাবায়ু গর্ গর্ ক'রে উঠে মাথার দিকে যায়। তখন যদি সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয়।"

[শুধু পাণ্ডিত্য।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (অভ্যাগত ব্রাহ্মভক্ত দৃষ্টে)। যাঁরা শুধু পণ্ডিত, কিন্তু যাঁদের ভগবানে ভক্তি হয় নাই, তাঁদের কথা গোলমেলে। সামাধ্যায়ী ব'লে এক পণ্ডিত ব'লেছিল, "ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজেদের প্রেম-ভক্তি দিয়ে সরস কর!" বেদে যাঁকে "রস স্বরূপ" ব'লেছে তাঁকে কি না নীরস বলে! আর এতে বোধ হ'চ্ছে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর কি বস্তু, কখনও জানে নাই। তাই এরূপ গোলমেলে কথা।

"একজন ব'লেছিল, 'আমার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে।' এ কথায় বুঝ্‌তে হবে, ঘোড়া আদবেই নাই, কেন না গোয়ালে ঘোড়া থাকে না" (সকলের হাস্য)।

[ঐশ্বর্য্য, বিভব, মান, পদ।]

"কেউ ঐশ্বর্য্যের—বিভব, মান, পদ, এই সবের—অহঙ্কার করে; কিন্তু এ সব দুই দিনের জন্যে, কিছুই সঙ্গে যাবে না। একটা গান আছে—

গীত।

"ভেবে দ্যাখ্ মন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলনা দক্ষিণে কালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে॥
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে ব'লে॥
দিন দুই তিনের জন্যে ভবে, কর্ত্তা ব'লে সবাই মানে,
সেই কর্ত্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে॥

[অহঙ্কারের মহৌষধ।]

"আর টাকার অহঙ্কার ক'র্ত্তে নাই। যদি বলো, আমি ধনী, তো ধনীর আবার তাড়ে বাড়া, তাড়ে বাড়া, আছে। সন্ধ্যার পর যখন জোনাকি পোকা উঠে, সে মনে করে, আমি এই জগৎকে আলো দিচ্চি। কিন্তু নক্ষত্র যাই উঠ্‌লো, অমনি তার অভিমান চ'লে গেলে। তখন নক্ষত্রেরা ভাব্‌তে লাগ্‌লো আমরা জগৎকে আলো দিচ্চি। কিছু পরে চন্দ্র উঠ্‌লো, তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হ'য়ে গেল চন্দ্র মনে ক'ল্লেন, আমার আলোতে জগৎ হাসচে, আমি জগৎকে আলো দিচ্চি—দেখ্‌তে দেখ্‌তে অরুণ উদয় হলো; সূর্য্য উঠ্‌চেন। চাঁদ মলিন হ'য়ে গেল খানিকক্ষণ পরে আর দেখাই গেল না।

"এই গুলি ধনীরা যদি ভাবে, তা. হ'লে ধনের অহঙ্কার হয় না।"

* * * *

উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মণিমল্লিক অনেক উপাদেয় খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি অনেক যত্ন করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সমবেত ভক্তগণকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। যখন সকলে বাড়ী প্রত্যাগমন করিলেন, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছিল; কাহারও কোন কষ্ট হয় নাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

নবম খণ্ড।

মাথাঘসা গলি শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের বাড়ীতে তাঁহার সহিত ও তাঁহার প্রতিবেশীদের সহিত কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজি ২৮শে নবেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। আজ বেলা ৪টা ৫টার সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের Lily Cottage নামক বাটীতে গিয়াছিলেন। মহাত্মা কেশব তখন পীড়িত, শীঘ্রই মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া

যাইবেন। কেশবকে দেখিয়া রাত্রি ৭টার পর মথাঘসা গলিতে শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের বাটীতে কয়েকটি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর আগমন করিলেন।

ভক্তেরা কত কি ভাবিতেছেন। ঠাকুর দেখিতেছি নিশিদিন হরিপ্রেমে বিহ্বল। বিবাহ করিয়াছেন,কিন্তু ধর্ম্মপত্নীর সহিত এইরূপ সংসার করেন নাই। ধর্ম্মপত্নীকে ভক্তি করেন, পূজা করেন, তাঁহার সহিত কেবল ঈশ্বরীয় কথা কহেন, ঈশ্বরের গান করেন, তাঁহার সঙ্গে ঈশ্বরের পূজা করেন, ধ্যান করেন। মায়িক কোন সম্বন্ধই নাই। ঠাকুর দেখিতেছি—ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু দেখিতেছেন। টাকা স্পর্শ করিতে পারেন না। ধাতুদ্রব্য ঘটী বাটীও স্পর্শ করিতে পারেন না। স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিতে পারেন না। এ সব স্পর্শ করিলে সিঙি মাছের কাঁটা ফোটা মত সেই স্থান ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ করে। হাতে টাকা সোণা দিলে হাত তেউড়ে যায়, বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, নিশ্বাস বন্ধ হয়; অবশেষে ফেলিয়া দিলে আবার পূর্ব্বের ন্যায়, নিশ্বাস বহিতে থাকে।

ভক্তেরা কত কি ভাবিতেছেন। সংসার কি ত্যাগ করিতে হইবে? পড়া শুনা আর করিবার প্রয়োজন কি, যদি বিবাহ না করি, চাকরী তো করিতে হইবে না? বাপ মা কি ত্যাগ করিতে হইবে? আর আমি বিবাহ করিয়াছি, সন্তান হইয়াছে, পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে, আমার কি হইবে? আমারও ইচ্ছা করে, নিশিদিন হরিপ্রেমে মগ্ন হইয়া থাকি! ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দেখি আর ভাবি, আমি কি করিতেছি? ইনি রাত দিন তৈলধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন; আর আমি? রাত দিন বিষয় চিন্তা করিতে ছুটিতেছি!! ইঁহারই দর্শন যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের এক-স্থানে একটু জ্যোতিঃ। জীবন সমস্যা কিরূপে পূরণ করিতে হইবে, ইনি তো নিজে ক'রে দেখালেন। তবে, এখনও সন্দেহ?

"ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পূরাই মনের সাধ?" সত্য কি "বালির বাঁধ?" তবে ছাড়িতে পারিতেছি না কেন? বুঝি শক্তি কম। যদি তাঁর উপর সেরূপ ভালবাসা আসে, তাহ'লে আর হিসাব আস্‌বে না। যদি জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটে, তাহা হ'লে কে রোধ কর্‌বে? যে প্রেমোদয় হওয়াতে শ্রীগৌরাঙ্গ কৌপীন ধারণ ক'রেছিলেন, যে প্রেমে ঈশা অনন্যচিত্ত হ'য়ে বনবাসী হ'য়েছিলেন, আর প্রে ময়য় পিতার মুখ চেয়ে শরীর ত্যাগ ক'রেছিলেন, যে প্রেমে বুদ্ধ রাজভোগ ত্যাগ ক'রে বৈরাগী হ'য়েছিলেন, সেই প্রেমের একবিন্দু যদি উদয় হয়, তাহা হ'লে এই অনিত্য সংসার কোথায় প'ড়ে থাকে?

"আচ্ছা যারা দুর্ব্বল, যাদের সে প্রেমোদয় নাই, যারা সংসারী জীব, যাদের পায়ে মায়ার বেড়ী, তাদের কি উপায়? এই প্রেমিক বৈরাগী মহাপুরুষের সঙ্গ ছাড়িব না। দেখি, ইনি কি বলেন?"

ভক্তেরা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। ঠাকুর জয়গোপালের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে উপবিষ্ট—সম্মুখে জয়গোপাল, তাঁহার আত্মীয়েরা ও প্রতিবেশীগণ। একজন প্রতিবেশী বিচার করিবেন বলিয়া প্রস্তুত ছিলেন। তিনিই অগ্রণী হইয়া কথারম্ভ করিলেন।

[গৃহস্থাশ্রম ও শ্রীরামকৃষ্ণ।]

জয়গোপালের ভ্রাতা। আমরা সংসারী লোক, আমাদের কিছু বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে জেনে,—এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে, আর এক হাতে সংসারের কার্য্য কর।

জয়গোপালের ভ্রাতা। মহাশয়! সংসার কি মিথ্যা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যতক্ষণ তাঁকে না জানা যায়, ততক্ষণ মিথ্যা। তখন তাঁকে ভুলে, মানুষ 'আমার' 'আমার' করে। আর মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে, কামিনী কাঞ্চনে মুগ্ধ হ'য়ে, মানুষ আরও ডোবে। মায়াতে এমনই মানুষ অজ্ঞান হয় যে, পালাবার পথ থাকলেও পালাতে পারে না। একটী গান আছে—

গীত।

"এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে॥
বিল করে ঘুণী পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে।
গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পলাতে নারে॥
গুটীপোকায় গুটী করে পালালেও পলাতে পারে।
মহামায়ায় বদ্ধ গুটী, আপনার নালে আপনি মরে॥"

"তোমরা তো নিজে নিজে দেখছো সংসার অনিত্য। এই বাড়ীই দেখো না কেন? এই বাড়ীতে কত লোক এলো গেলো। কত লোক জন্মালো, কত লোক দেহ ত্যাগ ক'র্‌লে। সংসার এই আছে, এই নাই। অনিত্য। যাদের এতো 'আমার' 'আমার' ক'র্‌ছো, চোখ বুঝ্‌লেই নাই। কেউ নাই, তবু নাতির জন্য কাশী যাওয়া হয় না। 'আমার হারুর কি হবে?' গতায়াতের পথ আছে, তবু মীন পলাতে নারে। গুটী পোকা আপন নালে আপনি মরে। এরূপ সংসার মিথ্যা; অনিত্য।

প্রতিবেশী। মহাশয়! এক হাত ঈশ্বরে আর এক হাত সংসারে রাখ্‌বে কেন? যদি সংসার অনিত্য, এক হাতই বা দিব কেন?

গীত।

মন্‌রে কৃষি জান না।

এমন মানব জমি রইল পতিত, আবাদ ক'র্‌লে ফল্‌তো সোণা॥
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে, বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন একৃতারে (মন্‌রে) চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা॥
গুরু দত্ত বীজ রোপণ ক'রে, ভক্তি-বারি সেঁচে দেনা।
একা যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে ডেকে নেনা॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[গৃহস্থাশ্রম ও ঈশ্বর।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। গান শুন্‌লে? 'কালী নামে দেওরে বেড়া ফসলে তছরূপ হবে না।' ঈশ্বরের শরণাগত হও, তা'হলে সব পাবে। 'সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না।' শক্ত বেড়া! তাঁকে যদি লাভ ক'র্‌তে পার, সংসার অসার ব'লে বোধ হবে না। যে তাঁকে জেনেছে, সে দেখে যে জীব জগৎ সে তিনিই হ'য়েছেন। ছেলেদের খাওয়াবে, যেন গোপালকে খাওয়াচ্ছ। পিতামাতাকে ঈশ্বর ঈশ্বরী দেখবে ও সেবা ক'র্‌বে। তাঁকে জেনে সংসার ক'র্‌লে লোকের বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না। দুজনেই ভক্ত, কেবল ঈশ্বরের কথা কয়, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নিয়ে থাকে। ভক্তের সেবা করে। সর্ব্বভূতে তিনি আছেন, তাঁহার সেবা দুজনে করে।

প্রতিবেশী। মহাশয়, এরূপ স্ত্রীপুরুষ তো দেখা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আছে—অতি বিরল—বিষয়ী লোকেরা তাদের চিন্‌তে পারে না। তবে এরূপটা হ'তে গেলে দুজনেরই ভাল হওয়া চাই। দুই জনেই যদি সেই ঈশ্বরানন্দ পেয়ে থাকে, তাহ'লেই এটি সম্ভব হয়। ভগবানের বিশেষ কৃপা চাই। না হ'লে সর্ব্বদা অমিল হয়। একজনকে তফাতে যেতে হয়। যদি না মিল হয়, তাহলে বড় যন্ত্রণা। স্ত্রী হয়তো রাতদিন বলে, "কেন বাবা এখানে বিয়ে দিলে। না খেতে পেলুম, না বাছাদের খাওয়াতে পারলুম, না

পরতে পেলুম, না বাছাদের পরাতে পেলুম, না একখানা গয়না।—তুমি, আমার কি সুখে রেখেছ! চক্ষু বুজে ঈশ্বর ঈশ্বর ক'র্‌ছেন! ওসব পাগলামী ছাড়ো।”

একজন ভক্ত। এ সব প্রতিবন্ধক আছে, আবার হয়তো ছেলেরা অবাধ্য। তার পর কত আপদ আছে। তবে মহাশয় উপায় কি?

[উপায়।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। সংসারে সাধন করা বড় কঠিন। অনেক ব্যাঘাত—তা আর তোমাদের বলতে হবে না—রোগ, শোক, দারিদ্র্য, আবার স্ত্রীর সঙ্গে মিল নেই, ছেলে অবাধ্য, মূর্খ, গোঁয়ার। তবে উপায় আছে, মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে তাঁকে প্রার্থনা ক'র্‌তে হয়, তাঁকে লাভ করবার জন্য চেষ্টা ক'র্‌তে হয়।

প্রতিবেশী। বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। একেবারে নয়। যখন অবসর পাবে, কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়ে একদিন দুদিন থাকবে—যেন কোন সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না, যেন কোন বিষয়ী লোকদের সঙ্গে সাংসারিক বিষয় নিয়ে আলাপ না ক'র্‌তে হয়। হয় নির্জ্জনে বাস, নয় সাধুসঙ্গ।

প্রতিবেশী। সাধু চিন্‌বো কেমন করে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে, তিনিই সাধু। যিনি কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তিনিই সাধু। যিনি সাধু, তিনি স্ত্রীলোককে ঐহিক চক্ষে দেখেন না—সর্ব্বদাই তাদের অন্তরে থাকেন—যদি স্ত্রীলোকের কাছে আসেন, তাঁকে মাতৃবৎ দেখেন ও পূজা করেন। সাধু সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন। ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন না, আর সর্ব্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে তাদের সেবা করেন। মোটামুটি এইগুলি সাধুর লক্ষণ।

প্রতিবেশী। নির্জ্জনে বরাবর থাক্‌তে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ফুটপাথের গাছ দেখেছ? যত দিন চারা চারদিকে বেড়া দিতে হয়। না হ'লে ছাগল গরু খেয়ে ফেলবে। গাছের গুঁড়ী মোটা হ'লে আর বেড়ার দরকার নাই। তখন হাতী বেঁধে দিলেও গাছ ভাঙ্গবে না। গুঁড়ী যদি ক'রে নিতে পারো, আর ভাবনা কি, ভয় কি? বিবেক লাভ কর্‌বার চেষ্টা আগে কর। তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গ, হাতে আঠা জড়াবে না।

প্রতিবেশী। বিবেক কাকে বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ, এই বিচার। সৎ মানে নিত্য, অসৎ—অনিত্য। যার বিবেক হ'য়েছে, সে জানে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।

বিবেক উদয় হলে ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা হয়; অসৎকে ভাল বাসলে—যেমন দেহসুখ, লোক মান্য, টাকা, এই সব ভাল বাসলে—ঈশ্বর, যিনি সৎস্বরূপ, তাকে জানতে ইচ্ছা হয় না। সদসৎ বিচার এলে তবে ঈশ্বরকে খুঁজতে ইচ্ছা করে। শোনো, আর একটা গান শোন।

গীত।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুমূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে তার বেটারে, তত্ত্ব কথা তায় শুধাবি॥
শুচি অশুচিরে লয়ে, দিব্যঘরে কবে শুবি।
তাদের দুই সতীনে পিরীত হলে, তবে শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধ'রে রবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞানখড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে, দূর হতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হ'লে, কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মত মন হবি॥

শ্রীরামকৃষ্ণ। মনে নিবৃত্তি এলে তবে বিবেক হয়, বিবেক হ'লে তবে তত্ত্বকথা মনে উঠে। তখন মন বেড়াতে যেতে সাধ করে—কালীকল্পতরুমূলে। সেই গাছতলায় গেলে, ঈশ্বরের কাছে গেলে, চার ফল কুড়িয়ে পাবে—অনায়াসে পাবে, কুড়িয়ে পাবে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। তাকে পেলে ধর্ম্ম অর্থ কাম যা সংসারীর দরকার, তাও হয়—যদি কেউ চায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

প্রতিবেশী। তবে সংসার মায়া বলে কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যত ক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ নেতি নেতি ক'রে ত্যাগ ক'র্‌তে হয়। তাকে যারা পেয়েছে, তারা জানে যে তিনিই সব হয়ে-

ছেন। ঈশ্বরমায়াজীবজগৎ। তখন বোধ হয়, জীবজগৎ শুদ্ধ তিনি। যদি একটা বেলের খোলা, শাঁস আর বীচি আলাদা করা যায়, আর একজন যদি বলে, বেলটা কত ওজনে ছিল, একবার দেখত। তুমি কি খোলা আর বীচি ফেলে দিয়ে শাঁসটা কেবল ওজন ক'র্‌বে? না, ওজন ক'র্‌তে হ'লে খোলা বীচি সমস্ত ধ'র্‌তে হবে। তবে ব'লতে পার্‌বে, বেলটা এতো ওজনে ছিল। খোলাটা যেন জগৎ, জীব গুলি যেন বীচি। বিচারের সময় জীব আর জগৎকে অনাত্মা ব'লেছিলে, অবস্তু ব'লেছিলে। বিচার করবার সময় বেলের শাঁসকেই সার, খোলা আর বীচিকে অসার, ব'লে বোধ হয়। বিচার হ'য়ে গেলে, সমস্ত জড়িয়ে এক ব'লে বোধ হয়। তখন বোধ হয় যে, যে সত্তাতে শাঁস, সেই সত্তা দিয়েই বেলের খোলা আর বীচি হ'য়েছে। বেল বুঝতে গেলেই সব বুঝিয়ে যাবে।

"অনুলোম বিলোম। ঘোলেরই মাখন, মাখমেরই ঘোল। যদি ঘোল হ'য়ে থাকে তো মাখমও হ'য়েছে। যদি মাখম হ'য়ে থাকে, তা'হলে ঘোলও হ'য়েছে। আত্মা যদি থাকেন, তো অনাত্মাও আছে।

"যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা, * যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য। যিনি ঈশ্বর ব'লে গোচর হন, তিনিই জীবজগৎ হ'য়েছেন।

"তাঁকে যে জেনেছে, সে দেখে যে, তিনিই সব হ'য়েছেন—বাপ, মা, ছেলে, প্রতিবেশী, জীব, জন্তু, ভাল মন্দ, শুচি অশুচি, সমস্ত।

[পাপবোধ। Sense of sin and responsibility.]

প্রতিবেশী। তবে পাপ পুণ্য নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আছে, আবার নেই। তিনি যদি অহংতত্ত্ব † রেখে দেন, তাহ'লে ভেদবুদ্ধিও রেখে দেন, পাপ পুণ্য জ্ঞানও রেখে দেন। তিনি দু এক জনেতে অহঙ্কার একেবারে পুঁছে ফেলেন—তারা পাপ পুণ্য, ভাল মন্দের পার্ হ'য়ে যায়। ঈশ্বর দর্শন যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি, ভালমন্দ জ্ঞান, থাক্‌বেই থাকবে। তুমি মুখে ব'ল্‌তে পারো, "আমার পাপ পুণ্য সমান হ'য়ে গেছে, তিনি যেমন করাচ্চেন, তেমনি করছি;" কিন্তু অন্তরে জান যে, সব কথামাত্র, মন্দ কাজটী ক'রলেই মন ধুগ্‌বুগ ক'র্‌বে।

"ঈশ্বর দর্শনের পরও তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি 'দাস আমি' রেখে দেন। সে অবস্থায় ভক্ত বলে, আমি দাস, তুমি প্রভু। সে ভক্তের ঈশ্বরীয় কথা,

* লীলা—The relative phenomenal world; নিত্য—The Absolute as distinguished from the Relative.
† অহংতত্ত্ব—The Ego.

ঈশ্বরীয় কাজ ভাল লাগে, ঈশ্বর-বিমুখ লোককে ভাল লাগে না, ঈশ্বর ছাড়া কাজ ভাল লাগে না। তবেই হ'লো, এরূপ ভক্তেতেও তিনি ভেদবুদ্ধি রাখেন।

প্রতিবেশী। মহাশয় ব'লছেন, ঈশ্বরকে জেনে সংসার কর। তাঁকে কি জানা যায়?

['The Unknown and Unknowable.']

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা বা এই মনের দ্বারা জানা যায় না। যে মনে বিষয় বাসনা নেই সেই শুদ্ধ মনের দ্বারা তাঁকে জানা যায়।

প্রতিবেশী। ঈশ্বরকে কে জান্‌তে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক কে জান্‌বে? আমাদের যতটুকু দরকার, ততটুকু হ'লেই হ'লো। আমার এক পাতকুয়া জলের কি দরকার? এক ঘটা হ'লেই খুব হ'লো। চিনির পাহাড়ের কাছে একটা পিঁপড়ে গি'ছিল। তার সব পাহাড়টার কি দরকার? ১টা ২টা দানা হ'লেই হেউ ঢেউ হয়।"

প্রতিবেশী। আমাদের যে বিকার, এক ঘটী জলে হয় কৈ? ইচ্ছা করে ঈশ্বরকে সব বুঝে ফেলি।

[রোগ ও ঔষধ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বটে। কিন্তু বিকারের ঔষধও আছে।

প্রতিবেশী। মহাশয়, কি ঔষধ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধুসঙ্গ, তাঁর নাম গুণ গান, তাঁকে সর্ব্বদা প্রার্থনা। আমি বলেছিলাম, মা আমি জ্ঞান চাই না, এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান—মা আমার তোমার পাদপদ্মে কেবল শুদ্ধা ভক্তি দাও। আর আমি কিছু চাই নাই।

[ঔষধ—'মামেকংশরণং ব্রজ'।]

"যেমন রোগ, তার তেমনি ঔষধ। গীতায় তিনি ব'লেছেন, 'হে অর্জ্জুন, তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সব রকম পাপ থেকে আমি মুক্ত ক'র্‌বো।' তাঁর শরণাগত হও, তিনি সদ্‌বুদ্ধি দেবেন, তিনি সব ভার লবেন, তখন সব রকম বিকার দূরে যাবে। এ বুদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বুঝা যায়? এক সের ঘটীতে কি চার সের দুধ ধরে? আর তিনি না বুঝালে কি বুঝা যায়? তাই ব'ল্‌ছি, তাঁর শরণাগত হও—তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করুন। তিনি ইচ্ছাময়। মানুষের কি শক্তি আছে?"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

দশম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব।

আজ ঠাকুর সুরেন্দ্রের বাগানে আসিয়াছেন। রবিবার, জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি, ১৫ই জুন, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর সকাল নয়টা হইতে ভক্তসঙ্গে আনন্দ করিতেছেন।

সুরেন্দ্রের বাগান কলিকাতার নিকটস্থ কাঁকুড়গাছী নামক পল্লীর অন্তর্গত। নিকটেই রামের বাগান—যে বাগানে ঠাকুর প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে শুভাগমন করিয়াছিলেন। আজ সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব হইতেছে।

সকাল হইতেই সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। কীর্ত্তনীয়াগণ মাথুর গাইতেছিল। গোপীদিগের প্রেম, শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীমতীর শোচনীয় অবস্থা, সমস্ত বর্ণিত হইতেছিল। ঠাকুর মুহুর্মুহুঃ ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। ভক্তগণ উদ্যানগৃহমধ্যে চতুর্দ্দিকে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

উদ্যানগৃহ মধ্যে প্রধান প্রকোষ্ঠে সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল। ঘরের মেজেতে সাদা চাদর পাতা ও মাঝে মাঝে তাকিয়া রহিয়াছে। এই প্রকোষ্ঠের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে একটী করিয়া কামরা এবং উত্তরে ও দক্ষিণে বারাণ্ডা আছে। উদ্যান-গৃহের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে একটী বাঁধাঘাটবিশিষ্ট সুন্দর পুষ্করিণী। গৃহ ও পুষ্করিণী ঘাটের মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্বপশ্চিমে উদ্যানপথ। পথের দুই ধারে পুষ্পবৃক্ষ ও ক্রোটনাদি গাছ। উদ্যান-গৃহের পূর্ব্বধারে পূর্ব্ব হইতে উত্তরে ফটক পর্য্যন্ত আর একটী রাস্তা গিয়াছে। লাল সুরকির রাস্তা। তাহারও দুই পার্শ্বে নানাবিধ-পুষ্পবৃক্ষ ও ক্রোটনাদি গাছ। ফটকের নিকট ও রাস্তার পূর্ব্ব ধারে আর একটী বাঁধাঘাট পুষ্করিণী। পল্লীবাসী সাধারণ লোকে এখানে স্নানাদি করে এবং পানীয় জল লয়। উদ্যানগৃহের পশ্চিম ধারেও উদ্যানপথ, সেই পথের দক্ষিণ পশ্চিমে রন্ধনশালা। আজ এখানে খুব ধুমধাম, ঠাকুর ও ভক্তদের সেবা হইবে। সুরেশ ও রাম সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

উদ্যানগৃহের বারাণ্ডায় ও ভক্তদের সমাবেশ হইয়াছে। কেহ কেহ বা বন্ধুসঙ্গে প্রথমোক্ত পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতেছেন। কেহ কেহ বাঁধাঘাটে মাঝে মাঝে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন।

সঙ্কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। সঙ্কীর্ত্তনগৃহ মধ্যে ভক্তের জনতা হইয়াছে। ভবনাথ, নিরঞ্জন, রাখাল, সুরেন্দ্র, রাম, মাষ্টার, মহিমাচরণ ও মণিমল্লিক ইত্যাদি অনেকেই উপস্থিত আছেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্তও উপস্থিত।

* * * *

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া অতি করুণ স্বরে, আঁখর দিতেছেন—"সখি! হয় প্রাণবল্লভকে আমার কাছে নিয়ে আয়, নয় আমাকে সেখানে রেখে আয়।" ঠাকুরের শ্রীরাধার ভাব হইয়াছে। কথাগুলি বলিতে বলিতেই ঠাকুর নির্ব্বাক্ হইলেন; দেহ স্পন্দহীন, অর্দ্ধনিমীলিতনেত্র। সম্পূর্ণ বাহশূন্য; ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন।

অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইলেন। আবার সেই করুণ স্বর। বলিতেছেন, "সখি! তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে তুই আমাকে কিনে নে; তুই তো আমাকে কৃষ্ণ-প্রেম শিখায়েছিলি।"

কীর্ত্তনীয়াদিগের গান চলিতে লাগিল। শ্রীমতী বলিতেছেন, "সখি! যমুনার জল আন্‌তে আমি যাব না। কদম্বতলে আমি প্রিয়সখাকে দেখেছিলাম, সেখানে গেলেই আমি বিহ্বল হই।"

ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাতর হইয়া বলিতেছেন 'আহা' 'আহা'!

কীর্ত্তনান্তে কীর্ত্তনীয়ারা উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে. প্রভু আবার দণ্ডায়মান। সমাধিস্থ। কতক সংজ্ঞা লাভ করিয়া, অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন, "কিষ্ট, কিষ্ট" (কৃষ্ণ কৃষ্ণ)। ভাবে মগ্ন। নাম সম্পূর্ণ উচ্চারণ হইতেছে না।

এইবারে নাম সঙ্কীর্ত্তন। তাহারা খোল করতাল সঙ্গে গাইতে লাগিল, "রাধে গোবিন্দ জয়।" ঠাকুর আঁখর দিতেছেন'

"ধনি দাঁড়ালো রে।
অঙ্গ হেলাইয়ে ধনি দাঁড়ালো রে।
শ্যামের বামে ধনি দাঁড়ালো রে!
তমাল বেড়ি বেড়ি ধনি দাঁড়ালো রে।

ভক্তেরা সকলেই উন্মত্ত! ঠাকুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তেরাও তাঁহাকে

বেড়িয়া আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। মুখে, "রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[সরলতা ও ঈশ্বরলাভ।]

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে একটু উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে একটী অল্পবয়স্ক ভক্ত আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। ঠাকুর তাহাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আনন্দে বিস্ফারিতলোচনে সস্মিতমুখে বলিয়া উঠিলেন, "তুই এসেছিস্"!

(মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, এ ছোকরাটী বড় সরল। সরলতা পূর্ব্ব জন্মে অনেক তপস্যা না করিলে হয় না। কপটতা পাটোয়ারি এ সব থাকিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

"দেখ্‌ছ না, ভগবান যেখানে অবতার হ'য়েছেন, সেই খানেই সরলতা। দশরথ কত সরল। নন্দ—শ্রীকৃষ্ণের বাবা—কত সরল। লোক বলে, "আহা কি স্বভাব, ঠিক যেন নন্দঘোষ।"

ভক্তেরা সরল। ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, আবার ভগবান অবতীর্ণ হ'য়েছেন?

(ভগবানের সেবা ও সংসারের সেবা)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সরল ছোকরা ভক্তের প্রতি)। দেখ্, তোর মুখে যেন একটা কাল আবরণ প'ড়েছে। তুই আফিসের কাজ করিস কি না, তাই প'ড়েছে। আফিসের হিসাব পত্র কর্‌তে হয় আরও নানা রকম কাজ আছে; সর্ব্বদা ভাব্‌তে হয়।"

"সংসারী লোকেরা যেমন চাকরি করে, তুইও চাক্‌রি কর্‌ছিস্, তবে একটু তফাৎ আছে। তুই যার জন্য চাক্‌রি স্বীকার ক'রেছিস্ মা গুরুজন, ব্রহ্মময়ীস্বরূপা। যদি মাগ্‌ ছেলের জন্য চাক্‌রি ক'র্‌তিস্, তাহ'লে আমি ব'লতুম "ধিক্ ধিক্! শত ধিক্!" (মণিমল্লিকের প্রতি) দেখ, ছোক্‌রাটী ভারি সরল। তবে আজ কাল একটু আধটু মিথ্যা কথা কয়, এই যা দোষ। সে দিন বলে গেল যে আস্‌বে, আর এলো না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও গোপী প্রেম।]

ঠাকুর পশ্চিমের কামরায় দু চার জন ভক্তের সহিত এইবার কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। সেই ঘরের টেবিল চেয়ার কয়েক খানা জড় করাছিল, ঠাকুর টেবিলে ভর দিয়া অর্দ্ধেক দাঁড়িয়েছেন, অর্দ্ধেক ব'সেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আহা গোপীদের কি অনুরাগ! তমাল দেখে একেবারে প্রেমোন্মাদ হ'য়ে গেল।

মাষ্টার আজ্ঞা হাঁ! গৌরাঙ্গের ঐরকম হ'য়েছিল। বন দেখে বৃন্দাবন ভেবেছিলেন, সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবেছিলেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ। আহা,সেই প্রেমের যদি এক বিন্দু কারুর হয়! কি অনুরাগ! কি ভালবাসা! শুধু ষোল আনা অনুরাগ নয়, পাঁচ সিকী পাঁচ আনা। এরই নাম প্রেমোন্মাদ। কথাটা এই, তাঁহাকে ভালবাস্‌তে হবে। তাঁর জন্য ব্যাকুল হ'তে হবে। তা তুমি যে পথেই থাকো, সাকারেই বিশ্বাস কর বা নিরাকারেই বিশ্বাস কর—ভগবান মানুষ হ'য়ে অবতার হন, এ কথা বিশ্বাস কর আর না কর, তাঁতে অনুরাগ থাক্‌লেই হোল। তখন তিনি যে কেমন, তিনি নিজেই জানিয়ে দেবেন।

"যদি পাগল হ'তে হয়, সংসারের জিনিস নিয়ে কেন পাগল হবে? যদি পাগল হতে হয়, তবে ঈশ্বরের জন্য পাগল হও।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ভক্তসঙ্গে হরিকথাপ্রসঙ্গে।]

ঠাকুর হলঘরে আবার ফিরিলেন। তাঁহার বসিবার আসনের কাছে একটী তাকিয়া দেওয়া হইল। ঠাকুর বসিবার সময় "ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাকিয়া স্পর্শ করিলেন। বিষয়ী লোকেরা এই বাগানে আসা যাওয়া করে ও এই সকল তাকিয়া ব্যবহার করে, এই জন্য বুঝি ঠাকুর ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উপাধানটী শুদ্ধ করিয়া লইলেন! ভবনাথ,মাষ্টার প্রভৃতি কাছে বসিয়া।

বেলা অনেক হইয়াছে, এখনও খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হয় নাই। ঠাকুর বালকস্বভাব। বলিলেন,"কৈগো, এখনও যে দেয় না! নরেন্দ্র কোথায়?"

একজন ভক্ত। (ঠাকুরের প্রতি) মহাশয়! রাম বাবু অধ্যক্ষ। তিনি সব

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। রাম অধ্যক্ষ! তবেই হ'য়েছে।

একজন ভক্ত। আজ্ঞা, রামবাবু যেখানে অধ্যক্ষ, সেখানে এই রকমই হ'য়ে থাকে। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। সুরেন্দ্র কোথায়? আহা, সুরেন্দ্রের বেশ স্বভাবটী হ'য়েছে। বড় স্পষ্ট বক্তা—কারুকে ভয় ক'রে কথা কয়না। আর দেখ খুব মুক্তহস্ত। কেউ তার কাছে সাহায্যের জন্য গেলে শুধু হাতে ফেরে না।

(মাষ্টারের প্রতি)। তুমি ভগবান দাসের কাছে গিয়েছিলে, কি রকম দেখ্‌লে?

মাষ্টার। আজ্ঞা, কালনায় গেছিলাম। ভগবান দাস খুব বুড়ো হ'য়েছেন। রাত্রে দেখা হ'য়েছিল, কাঁথার উপর শুয়েছিলেন। প্রসাদ এনে একজনে খাইয়ে দিতে লাগ্‌ল, চেঁচিয়ে কথা কইলে শুন্‌তে পান। আপনার নাম শুনে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন, তোমাদের আর ভাবনা কি? সেই বাড়ীতে নামব্রহ্মের পূজা হয়।

ভবনাথ (মাষ্টারের প্রতি)। আপনি অনেক দিন দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। ইনি আমাকে দক্ষিণেশ্বরে আপনার বিষয় জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিলেন আর ব'ল্‌ছিলেন যে, মাষ্টারের কি অরুচি হ'য়ে গেল!

এই বলিয়া ভবনাথ হাসিতে লাগিলেন। ঠাকুর উভয়ের কথোপকথন সমস্ত শুনিতেছিলেন। তিনি মাষ্টারের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন, হাঁা গো, তুমি অনেক দিন যাও নাই কেন বল দেখি?

মাষ্টার তো তো করিতে লাগিলেন।

এমন সময় মহিমাচরণ আসিয়া উপস্থিত। মহিমাচরণ কাশীপুরবাসী, ঠাকুরকে ভারি শ্রদ্ধা ভক্তি করেন ও সর্ব্বদা দক্ষিণেশ্বরে যান। ব্রাহ্মণসন্তান, কিছু পৈতৃক বিষয় আছে। স্বাধীনভাবে থাকেন, কাহারও চাকরী করেন না। সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা ও ঈশ্বরচিন্তা করেন। কিছু পাণ্ডিত্যও আছে। ইংরাজি সংস্কৃত অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে, মহিমার প্রতি) এ কি! এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত! (সকলের হাস্য)। এমন জায়গায় ডিঙ্গি টিঙ্গি আস্‌তে পারে, এ যে একেবারে জাহাজ! (সকলের হাস্য)। তবে একটা কথা আছে। এ টা আষাঢ় মাস। (সকলের হাস্য)।

মহিমাচরণের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মহিমার প্রতি) আচ্ছা, লোককে খাওয়ান এক রকম

তাঁরই সেবা করা, কি বল ? সব জীবের ভিতরে তিনি অগ্নিরূপে র'য়েছেন ; খাওয়ান কি না, তাঁহাকে আহুতি দেওয়া।

"কিন্তু তা ব'লে অসৎ লোককে খাওয়াতে নেই। এমন লোক, যারা ব্যাভিচারাদি মহাপাতক ক'রেছে, ঘোর বিষয়াসক্ত লোক, এরা যেখানে বসে খায়, সে জায়গার সাত হাত মাটি অপবিত্র হয়।

"হৃদে সিওড়ে একবার লোক খাইয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই খারাপ লোক। আমি ব'ল্লুম, 'দেখ্ হৃদে, ওদের যদি তুই খাওয়াস্, তবে এই তোর বাড়ী থেকে চ'ল্লুম।' (মহিমার প্রতি) আচ্ছা, আমি শুনেছি, তুমি আগে লোকদের খুব খাওয়াতে, এখন বুঝি খরচা বেড়ে গেছে ? (সকলের হাস্য)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[ব্রাহ্মভক্ত সঙ্গে।]

এইবার পাতা হইতে লাগিল। দক্ষিণের বারাণ্ডায়। ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিলেন, আপনি একবার যাও, দেখ, ওরা সব কি ক'র্‌ছে ; আর না হয় একটু পরিবেশন ক'র্‌লে। মহিমাচরণ হুঁ হুঁ করিয়া একটু দালানের দিকে গেলেন, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে পরমানন্দে আহার করিতে বসিলেন। আহারান্তে ঘরে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ভক্তেরাও দক্ষিণের পুষ্করণীর বাঁধা ঘাটে আচমন করিয়া পান খাইতে খাইতে আবার ঠাকুরের কাছে আসিয়া জুটিলেন। সকলেই আসন গ্রহণ করিলেন।

বেলা দুইটার পর প্রতাপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি একজন ব্রাহ্ম-ভক্ত। আসিয়া ঠাকুরকে অভিবাদন করিলেন, ঠাকুর ও মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন। প্রতাপের সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

প্রতাপ। মহাশয় ! আমি পাহাড়ে গিয়েছিলুম (অর্থাৎ দারজিলিঙ্গে)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু তোমার শরীর ত তত ভাল হয় নি। তোমার কি অসুখ হ'য়েছে ?

প্রতাপ। আজ্ঞা, তাঁর যে অসুখ ছিল, আমারও সেই অসুখ হ'য়েছে।

কেশবেরও ঐ অসুখ ছিল। কেশবের অন্যান্য কথা হইতে লাগিল। প্রতাপ বলিতে লাগিলেন, কেশবের বৈরাগ্য বাল্যকাল থেকেই দেখা গিছ্‌ল। তাঁকে আহ্লাদ আমোদ ক'র্ত্তে প্রায় দেখা যেত না। হিন্দু কলেজে প'ড়্‌তেন, সেই

সময়ে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব হয়। আর ঐ সূত্রে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হয়। কেশবের দুইই ছিল। যোগও ছিল, ভক্তিও ছিল। তাঁর ভক্তির সময়ে সময়ে এত উচ্ছ্বাস হতো যে, মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা হ'তো। গৃহস্থদের ভিতর ধর্ম্ম আনা তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

[লোকমান্য ও অহঙ্কার]

একটি মহারাষ্ট্র দেশীয় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল।

প্রতাপ। এ দেশের মেয়েরাও কেউ কেউ বিলেতে গেছে। একটি মহারাষ্ট্র দেশের মেয়ে খুব পণ্ডিত বিলেতে গিছিল। তিনি কিন্তু খ্রীষ্টান হ'য়েছেন। মহাশয়, কি তার নাম শুনেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না; তবে তোমার মুখে যা শুনলুম, তাতে বোধ হচ্ছে যে, তার লোক-মান্য হবার ইচ্ছে।

"এরূপ অহঙ্কার ভাল নয়। 'আমি করছি', এটী অজ্ঞান থেকে হয়; 'হে ঈশ্বর, তুমি ক'র্‌ছ' এইটী জ্ঞান। ঈশ্বরই কর্ত্তা, আর সব অকর্ত্তা।

"'আমি আমি' ক'র্‌লে যে কত দুর্গতি হয়, বাছুরের অবস্থা ভাব্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে। বাছুর 'হাম্ মা, হাম্ মা' (আমি আমি) করে। তার দুর্গতি দেখ। হয় ত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লাঙ্গল টান্‌তে হচ্ছে, রোদ নাই, বৃষ্টি নাই। হয়ত কষাই কেটে ফেল্লে। মাংসগুলো লোক খাবে। ছালটা চামড়া হবে; সেই চামড়ায় জুতো এই সব তৈয়ার হবে। লোকে তার উপর পা দিয়ে চলে যাবে। তাতেও দুর্গতির শেষ হয়নি। চামড়ায় ঢাক্ তৈয়ার হয়। আর ঢাকের কাটি দিয়ে অনবরত চামড়ার উপর আঘাত করে। অবশেষে কিনা নাড়ি ভূঁড়িগুলো নিয়ে তাঁত তৈয়ার করে। যখন ধুনুরীর তাঁত তোয়ের হয়, তখন ধোন্‌বার সময় তুঁহু তুঁহু বলে। আর 'হাম্ মা, হাম্ মা' বলে না। তুঁহু তুঁহু বলে, তবেই নিস্তার, তবেই তার মুক্তি। আর কর্ম্মক্ষেত্রে আস্‌তে হয় না।

"জীবও যখন বলে, 'হে ঈশ্বর, আমি কর্ত্তা নই, তুমিই কর্ত্তা—আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী,' তখনই জীবের সংসার-যন্ত্রণা শেষ হয়। তখনই জীবের মুক্তি হয়, আর এ কর্ম্মক্ষেত্রে আস্‌তে হয় না।"

একজন ভক্ত। জীবের অহঙ্কার কেমন ক'রে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে দর্শন না ক'র্‌লে অহঙ্কার যায় না। যদি কারু অহঙ্কার গিয়ে থাকে, তার অবশ্য ঈশ্বর দর্শন হ'য়েছে।

একজন ভক্ত। মহাশয়! কেমন ক'রে জানা যায় যে, ঈশ্বর দর্শন হ'য়েছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বর দর্শন ক'রেছে, তার চারটী লক্ষণ হয়—(১ বালকবৎ (২ পিশাচবৎ (৩) জড়বৎ (৪) উন্মাদবৎ।

"যার ঈশ্বর দর্শন হ'য়েছে, তার বালকের স্বভাব হয়। সে ত্রিগুণাতীত—কোন গুণের আঁট নাই। আবার শুচি অশুচি তার কাছে দুই সমান—তাই পিশাচবৎ। আবার পাগলের মত কভু হাসে কভু কাঁদে; এই বাবুর মত সাজে গোজে, আবার খানিকপরে ন্যাংটো—বগলের নীচে কাপড় রেখে বেড়াচ্ছে। তাই উন্মাদবৎ। আবার কখন বা জড়ের ন্যায় চুপ ক'রে বসে আছে।

একজন ভক্ত। ঈশ্বর দর্শনের পর কি অহঙ্কার একেবারে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কখন কখন তিনি অহঙ্কার একেবারে পুঁছে ফেলেন—যেমন সমাধি অবস্থায়। আবার প্রায় অহঙ্কার একটু রেখে দেন। কিন্তু সে অহঙ্কারে দোষ নাই। যেমন বালকের অহঙ্কার। পাঁচ বছরের বালক 'আমি' 'আমি' করে, কিন্তু কারো অনিষ্ট ক'রতে জানে না।

"পরশমণি ছুঁলে লোহা সোণা হ'য়ে যায়। লোহার তরোয়াল্ সোণার তরোয়াল্ হ'য়ে যায়। তরোয়ালের আকার থাকে, কারুর অনিষ্ট করে না। সোণার তরোয়ালে মারা কাটা চলে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[বিলাত ও কাঞ্চনের পূজা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। তুমি বিলাতে গিয়েছিলে, কি দেখ্‌লে, সব বল।

প্রতাপ। বিলাতের লোকেরা আপনি যাকে কাঞ্চন বলেন, তারই পূজা করে। তবে অবশ্য কেউ কেউ ভাল লোক—অনাসক্ত লোক—আছে। কিন্তু সাধারণতঃ আগা গোড়া রজোগুণের কাণ্ড। আমেরিকাতেও তাই দেখে এলুম।

[বিলাত ও কর্ম্মযোগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। বিষয় কর্ম্মে আসক্তি শুধু যে বিলাতে আছে, এমন নয়। সব জায়গায় আছে। তবে কি জান? কর্ম্মকাণ্ড হ'চ্ছে আদি কাণ্ড। সত্ত্বগুণ (ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া এই সব) না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। রজোগুণে কাজের আড়ম্বর হয়। তাই রজোগুণ থেকে তমোগুণ এসে পড়ে। বেশী কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। আর কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি বাড়ে।

"তবে কর্ম্ম ত্যাগ কর্‌বার যো নাই। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম্ম করাবে। তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর। তাই ব'লেছে, অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম কর। অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করা—কি না কর্ম্মের ফল আকাঙ্ক্ষা ক'র্‌বে না। যেমন পূজা জপ তপ ক'র্‌ছো, কিন্তু লোকমান্য হবার জন্য নয়, কিম্বা পুণ্য কর্‌বার জন্য নয়।

"এরূপ অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ। ভারি কঠিন। একে কলিযুগ, সহজেই আসক্তি এসে যায়। মনে ক'র্‌ছি, অনাসক্ত হ'য়ে কাজ কর্‌ছি, কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে আসক্তি এসে যায়, জান্‌তে দেয় না। হয়তো পূজা মহোৎসব ক'র্‌লুম, কি অনেক গরিব কাঙালদের সেবা ক'র্‌লুম, মনে ক'র্‌লুম যে, অনাসক্ত হ'য়ে ক'রেছি, কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে লোকমান্য হবার ইচ্ছে হ'য়েছে, জান্‌তে দেয় না।

"তবে একেবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব কেবল যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে।

একজন ভক্ত। যাঁরা ঈশ্বরকে লাভ করেন নাই, তাঁদের উপায় কি? তাঁরা কি বিষয় কর্ম্ম সব ছেড়ে দেবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কলিতে ভক্তিযোগ। নারদীয় ভক্তি। ঈশ্বরের নাম গুণ গান করা ও ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করা—'হে ঈশ্বর আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, আমায় দেখা দাও।'

"কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। তাই প্রার্থনা ক'র্‌তে হয়, 'হে ঈশ্বর, আমার কর্ম্ম কমিয়ে দাও। আর যে টুকু কর্ম্ম রেখেছো, সে টুকু যেন তোমার কৃপায় অনাসক্ত হ'য়ে ক'র্‌তে পারি। আর যেন বেশী কর্ম্ম জড়াতে না ইচ্ছা হয়।'

"কর্ম্ম ছাড়্‌বার যো নাই। আমি চিন্তা ক'র্‌ছি, আমি ধ্যান ক'র্‌ছি, এ ও কর্ম্ম।

"ভক্তিলাভ ক'র্‌লে বিষয়কর্ম্ম আপনা আপনি কমে যায়। আর ভাল লাগে না। ওলা মিছরীর পানা পেলে চিটে গুড়ের পানা কে খেতে চায়?

একজন ভক্ত। বিলেতের লোকেরা কেবল 'কর্ম্ম কর' 'কর্ম্ম কর' করে। কর্ম্ম তবে জীবনের উদ্দেশ্য নয়?

[জীবনের উদ্দেশ্য কি? কর্ম্ম না ঈশ্বর লাভ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। কর্ম্মতো আদি কাণ্ড, জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম একটী উপায়,—উদ্দেশ্য নয়।

"শম্ভু ব'ল্লে, এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন যে, যা টাকা আছে, সে গুলি

সদ্ব্যয়ে যায়—হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারী করা, রাস্তা ঘাট করা, কুয়ো করা এই সব। আমি ব'ল্লুম, এ সব কর্ম্ম অনাসক্ত হ'য়ে ক'র্‌তে পার্‌লে ভাল, কিন্তু তা বড় কঠিন! আর যাই হোক্ এটী যেন মনে থাকে যে, তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ; হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারী করা নয়। মনে কর, ঈশ্বর তোমার সাম্‌নে এলেন। এসে ব'ল্লেন, তুমি বর লও, তা হ'লে তুমি কি ব'ল্‌বে, 'আমায় কতকগুলো হাঁসপাতাল ডিস্‌পেন্‌সারী ক'রে দাও', না ব'ল্‌বে 'হে ভগবান, তোমার পাদপদ্মে যেন আমার শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমাকে আমি সর্ব্বদা দেখ্‌তে পাই।'

"হাঁসপাতাল ডিস্‌পেন্‌সারী এ সব অনিত্য বস্তু। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। তাঁকে লাভ হ'লে আবার বোধ হয়, তিনিই কর্ত্তা, আমরা অকর্ত্তা। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে মরি? তাঁকে লাভ হ'লে তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাঁসপাতাল ডিস্‌পেন্‌সারি হ'তে পারে।

['এগিয়ে পড়'।]

"তাই বল্‌চি, কর্ম্ম আদিকাণ্ড। কর্ম্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়। সাধন ক'রে আরও এগিয়ে পড়। সাধন ক'র্‌তে ক'র্‌তে আরও এগিয়ে প'ড়্‌লে শেষে জান্‌তে পার্‌বে যে, ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু, ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য।

"একজন কাঠুরে বনে কাঠ কাট্‌তে গিছ্‌লো। হঠাৎ এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হ'লো। ব্রহ্মচারী বল্লেন, 'ওহে, এগিয়ে পড়ো।' কাঠুরে বাড়ীতে ফিরে এসে ভাব্‌তে লাগ্‌লো ব্রহ্মচারী এগিয়ে যেতে ব'ল্লেন কেন?

"এই রকমে কিছুদিন যায়। একদিন সে ব'সে আছে, এমন সময়ে সেই ব্রহ্মচারীর কথাগুলি মনে প'ড়্‌লো। তখন সে মনে মনে ব'ল্লে আজ আমি আরও এগিয়ে যাবো। বনে গিয়ে আরো এগিয়ে দেখে যে, অসংখ্য চন্দনের গাছ। তখন আনন্দে গাড়ি গাড়ি চন্দনের কাঠ নিয়ে এলো; আর বাজারে বেচে খুব বড় মানুষ হ'য়ে গেল। এই রকমে কিছুদিন যায়। আর একদিন মনে প'ড়্‌লো, ব্রহ্মচারী ব'লেছেন, 'এগিয়ে পড়'। তখন আবার বনে গিয়ে এগিয়ে দেখে, নদীর ধারে রূপোর খনি! এ কথা সে কখন স্বপ্নেও ভাবে নি। তখন খনি থেকে কেবল রূপো নিয়ে গিয়ে বিক্রী ক'র্‌তে লাগ্‌লো। এত টাকা হ'লো যে, আণ্ডিল হ'য়ে গেল।

"আবার কিছু দিন যায়। এক দিন ব'সে ভাব্‌ছে, ব্রহ্মচারী তো আমাকে রূপোর খনি পর্য্যন্ত যেতে ব'লেন নাই—তিনি যে আমাকে এগিয়ে যেতে

ব'লেছেন। এবার নদীর পারে গিয়ে দেখে, সোনার খনি। তখন সে ভাব্‌লে, ওহো! তাই ব্রহ্মচারী ব'লেছিলেন, এগিয়ে পড়!

"আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে দেখে, হীরে মাণিক রাশীকৃত প'ড়ে আছে। তখন তার কুবেরের ঐশ্বর্য্য হ'লো।

"তাই বল্‌ছি যে, যা কিছু কর না কেন, এগিয়ে গেলে আরো ভাল জিনিষ পাবে। একটু জপ তপ ক'রে উদ্দীপন হ'য়েছে ব'লে মনে কোরোনা, যা হবার তা হ'য়ে গেছে। কর্ম্ম কিছু জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আরো এগোও, তাহ'লে কর্ম্ম নিষ্কাম ক'র্‌তে পার্‌বে। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম বড় কঠিন। তাই ভক্তি ক'রে ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, 'হে ঈশ্বর, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দাও,' আর কর্ম্ম কমিয়ে দাও, আর যেটুকু কর্ম্ম রাখ্‌বে, সেটুকু কর্ম্ম যেন নিষ্কাম হ'য়ে ক'র্‌তে পারি।

"আরো এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাভ হবে। তাঁকে দর্শন হবে। ক্রমে তার সঙ্গে আলাপ কথাবার্ত্তা হবে।"

কেশবের স্বর্গলাভের পর মন্দিরের বেদী লইয়া যে বিবাদ হয়, এইবারে তাহার কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (প্রতাপের প্রতি)। শুন্‌ছি তোমার সঙ্গে বেদী নিয়ে নাকি ঝগড়া হ'য়েছে। যারা ঝগড়া ক'রেছে, তারা তো সব হ'রে প্যালা পঞ্চা (সকলের হাস্য)।

(ভক্তদের প্রতি)। "দেখ, প্রতাপ, অমৃত, এ সব শাঁক বাজে। আর যা সব শুন তাদের কোন আওয়াজ নাই। (সকলের হাস্য)।

প্রতাপ। মহাশয়, বাজে যদি ব'ল্লেন তো আঁবের কশিও বাজে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

[ব্রাহ্মসমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি। দেখো, তোমাদের ব্রাহ্ম সমাজের লেক্‌চার শুন্‌লে লোকটার ভাব বেস বোঝা যায়। এক হরিসভায় আমায় নিয়ে গিছ্‌লো। আচার্য্য হয়েছিলেন একজন পণ্ডিত, তাঁর নাম সামাধ্যায়ী। বল্লে কি, আমাদের ঈশ্বর নীরস, আমাদের প্রেম ভক্তি দিয়ে তাঁকে সরস ক'রে নিতে হবে। এই কথা শুনে আমি অবাক্। তখন একটা গল্প মনে প'ড়্‌লো। একটি ছেলে বলেছিল, আমার মামার বাড়ীতে অনেক ঘোঁড়া আছে, এক

গোয়াল ঘোঁড়া। এখন গোয়াল যদি হয়, তাহ'লে কখন ঘোঁড়া থাক্‌তে পারে না, গরু থাকাই সম্ভব। এরূপ অসম্বদ্ধ কথা শুনলে লোকে কি ভাবে? এই ভাবে যে, ঘোঁড়া টোঁড়া কিছুই নেই (সকলের হাস্য)।

একজন ভক্ত। ঘোঁড়া তো নেইই! গরুও নেই (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ দেখিন্, যিনি রসস্বরূপ, তাঁকে কি না ব'ল্‌ছে 'নীরস'। এতে এই বোঝা যায় যে, ঈশ্বর যে কি জিনিষ, কখনও অনুভব করে নাই।

[প্রতাপের প্রতি উপদেশ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। দেখ তোমায় বলি। তুমি লেখা পড়া জান, বুদ্ধিমান, গম্ভীরাত্মা! কেশব আর তুমি ছিলে যেন গৌর নিতাই দু ভাই। এ সব তো অনেক হ'লো, লেক্‌চার দেওয়া, তর্ক, ঝগড়া, বাদ, বিসম্বাদ অনেক তো হ'লো। আর কি এ সব তোমার ভাল লাগে? এখন সব মনটা কুড়িয়ে ঈশ্বরের দিকে দাও। ঈশ্বরেতে এখন ঝাঁপ দেও।

প্রতাপ। আজ্ঞা হাঁ, তার সন্দেহ নাই, তাই করা কর্ত্তব্য। তবে এ সব করা তাঁর নামটা যাতে থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাঁসিয়া)। তুমি ব'ল্‌ছো বটে, তাঁর নাম রাখ্‌বার জন্য সব ক'চ্চো; কিন্তু কিছুদিন পরে এ ভাবও থাক্‌বে না। একটা গল্প শুন।

"একজন লোকের একটা পাহাড়ের উপর একখানা ঘর ছিল। কুঁড়ে ঘর। অনেক মেহনত ক'রে ঘর খানি ক'রেছিল। কিছু দিন পরে একদিন ভারি ঝড় এলো। কুঁড়ে ঘর টল্ টল্ ক'র্ত্তে লাগ্‌লো; তখন সে ঘর রক্ষার জন্য ভারি চিন্তিত হ'লো। ব'ল্লে, হে পবন দেব, দেখো যেন ঘরটী ভেঙ্গো না বাবা! পবনদেব কিন্তু শুন্‌ছেন না। ঘর মড় মড় ক'র্ত্তে লাগ্‌লো। তখন লোকটা একটা ফিকির ঠাওরালে—তার মনে পড়্‌লো যে, হনুমান পবনের ছেলে। যাই মনে পড়া, অমনি ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—বাবা! ঘর ভেঙ্গো না, হনুমানের ঘর, দোহাই তোমার! কিন্তু ঘর তবুও মড় মড় করে। কেবা তার কথা শুনে! অনেকবার 'হনুমানের ঘর' 'হনুমানের ঘর' করার পর দেখ্‌লে যে কিছু হ'লো না! তখন ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, বাবা 'লক্ষ্মণের ঘর' 'লক্ষ্মণের ঘর'। তাতেও হ'লো না। তখন বলে, বাবা, 'রামের ঘর' 'রামের ঘর' দেখো বাবা ভেঙ্গো না, দোহাই তোমার! তাতেও কিছু হ'লো না, ঘর মড় মড় ক'রে ভাঙ্গ্‌তে আরম্ভ হ'লো। তখন প্রাণ বাঁচাতে হবে, লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌বার সময় ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, যা শালার ঘর!

[জীবনের উদ্দেশ্য ; ডুব দাও।]

(প্রতাপের প্রতি) কেশবের নাম তোমায় রক্ষা ক'ত্তে হবে না। যা কিছু হ'য়েছে, জান্‌বে ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছাতে হ'লো, আবার তাঁর ইচ্ছাতে যাচ্ছে, তুমি কি ক'র্‌বে? তোমার এখন কর্ত্তব্য যে, ঈশ্বরেতে সব মন দাও—তাঁর প্রেমের সাগরে ঝাঁপ দাও।

এই কথা বলিয়া ঠাকুর সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মধুর গান গাইতে লাগিলেন।

গীত।

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন।
খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্‌লে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বল্‌বে অনুক্ষণ।
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্‌জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ।

(প্রতাপের প্রতি)। "গান শুন্‌লে? লেক্‌চার, ঝগড়া, ওসব তো অনেক হ'লো, এখন ডুব দাও। আর এ সমুদ্রে ডুব দিলে মর্‌বার ভয় নাই। এ যে অমৃতের সাগর। মনে কোরোনা যে, এতে মানুষ বেহেড্ হয় ; মনে কোরোনা যে, বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর ক'ল্লে মানুষ পাগল হ'য়ে যায়। আমি নরেন্দ্রকে ব'লেছিলাম—

প্রতাপ। মহাশয়, নরেন্দ্র কে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও আছে একটি ছোক্‌রা। আমি নরেন্দ্রকে ব'লেছিলুম, দেখ্, ঈশ্বর রসের সাগর। তোর ইচ্ছে হয় না কি যে, এই সাগরে ডুব দিই? আচ্ছা, মনে কর, একখুলি রস আছে, আর তুই মাছি হয়েছিস্। তা কোন্ খানে ব'সে রস খাবি? নরেন্দ্র ব'ল্‌লে, আমি খুলির কিনারায় ব'সে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি জিজ্ঞাসা ক'ল্লুম, কেন? কিনারায় ব'স্‌বি কেন? সে ব'ল্লে, বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব, আর প্রাণ হারাব। তখন আমি ব'ল্লুম, বাবা, সচ্চিদানন্দ সাগরে সে ভয় নাই। এ যে অমৃতের সাগর, ঐ সাগরে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয়। ঈশ্বরেতে পাগল হ'লে মানুষ বেহেড্ হয় না।

(ভক্তদের প্রতি) 'আমি' আর 'আমার' এইটীর নাম অজ্ঞান। কালী-বাড়ী রাসমণি ক'রেছেন, এই কথাই লোকে বলে। কেউ বলে না যে, ঈশ্বর ক'রেছেন। ব্রাহ্মসমাজ অমুক লোক ক'রে গেছেন। একথা আর কেউ বলে

না যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এটী হ'য়েছে। আমি ক'চ্ছি, এইটার নাম অজ্ঞান—হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা আর আমি অকর্ত্তা; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, এইটার নাম জ্ঞান। হে ঈশ্বর, আমার কিছুই নয়—এ মন্দির আমার নয়, এ কালীবাড়ী আমার নয়, এ সমাজ আমার নয়, এ সব তোমার জিনিস—এ স্ত্রী পুত্র পরিবার এ সব কিছুই আমার নয়, সব তোমারি জিনিস।

"আমার জিনিস, আমার জিনিস, ব'লে সেই সকল জিনিসকে ভালবাসার নাম মায়া। সব্বাইকে ভালবাসার নাম দয়া। শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, কি শুধু পরিবারদের ভালবাসি, এর নাম মায়া; শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসি, এর নাম মায়া, সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্ম্মের লোকদের ভালবাসা, এটী দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়।

"মায়াতে মানুষ বদ্ধ হ'য়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। শুকদেব, নারদ এঁরা দয়া রেখে ছিলেন।"

* * * *

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

[ব্রাহ্মসমাজ ও কামিনীকাঞ্চন।]

প্রতাপ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। মহাশয়! যাঁরা আপনার কাছে আসেন, তাঁদের ক্রমে ক্রমে উন্নতি হ'চ্ছে তো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি বলি যে, সংসার ক'ত্তে দোষ কি? তবে সংসারে দাসীর মত থাক।

[গৃহস্থের সাধন।]

"দাসী মনিবের বাড়ীর কথায় বলে, 'আমাদের বাড়ী।' কিন্তু তার নিজের বাড়ী হয়তো কোন পাড়াগাঁয়ে। মনিবের বাড়ীকে দেখিয়ে মুখে বলে, 'আমাদের বাড়ী'। কিন্তু মনে জানে যে, ও বাড়ী আমাদের নয়, আমাদের বাড়ী সেই পাড়াগাঁয়ে। আবার মনিবের ছেলেকে মানুষ করে, আর বলে, 'হরি আমার বড় দুষ্টু হ'য়েছে,' 'আমার হরি মিষ্টি খেতে ভালবাসে না।' 'আমার হরি', মুখে বলে বটে, কিন্তু জানে যে, হরি আমার নয়, মনিবের ছেলে।

"তাই যারা আসে, তাদের আমি বলি, সংসার কর না কেন, তাতে দোষ নাই; তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে কর; জেনো যে বাড়ী ঘর পরিবার আমার

নয়, এ সব ঈশ্বরের, আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে; আর বলি যে, তাঁর পাদপদ্মে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হ'য়ে সর্ব্বদা প্রার্থনা ক'র্‌বে।"

* * * *

বিলাতের কথা আবার পড়িল। একজন ভক্ত বলিলেন, মহাশয়! আজ-কাল বিলাতের পণ্ডিতেরা নাকি ঈশ্বর আছেন, এ কথা মানেন না।

প্রতাপ। মুখে তাঁরা যে যা বলুন, আন্তরিক তাঁরা যে কেউ নাস্তিক, তা আমার বোধ হয় না। এই জগতের ব্যাপারের পেছনে যে একটা মহাশক্তি আছে, এ কথা অনেককেই মান্‌তে হ'য়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হ'লেই হ'লো, শক্তিতো মান্‌ছে? নাস্তিক কেন হবে?

প্রতাপ। তা ছাড়া ইউরোপের পণ্ডিতেরা moral government (সৎ-কার্য্যের পুরস্কার আর পাপের শাস্তি এই জগতে হয়, এ কথা) ও মানেন।

* * * *

অনেক কথাবার্ত্তার পর প্রতাপ বিদায় লইতে গাত্রোত্থান করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। আর কি বল্‌বো তোমায়? তবে এই বলা যে, আর ঝগড়া বিবাদের ভিতর থেকো না।

"আর এক কথা, কামিনীকাঞ্চনই ঈশ্বর থেকে মানুষকে বিমুখ করে। সে দিকে যেতে দেয় না—এই দেখনা, সকলেই নিজের পরিবারকে সুখ্যাত করে (সকলের হাস্য)। তা ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্। যদি জিজ্ঞাসা কর, তোমার পরিবারটি কেমন গা, অমনি বলে, আজ্ঞে, খুব ভাল"—

প্রতাপ। তবে আমি আসি।

প্রতাপ চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের অমৃতময়ী কথা, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের কথা সমাপ্ত হইল না। সুরেন্দ্রের বাগানের বৃক্ষস্থিত পত্রগুলি দক্ষিণবায়ু সংঘাতে দুলিতেছিল ও মর্ম্মর শব্দ করিতেছিল, কথাগুলি সেই শব্দের সঙ্গে মিশাইয়া গেল। একবার মাত্র ভক্তদের হৃদয়ে আঘাত করিয়া গেল। অবশেষে অনন্ত আকাশে লয় প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু প্রতাপের হৃদয়ে কি এ কথা প্রতিধ্বনিত হয় নাই?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

একাদশ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণের পণ্ডিত * দর্শন।]

আজ রথযাত্রা। বুধবার, ২৫এ জুন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ, আষাঢ় শুক্লাদ্বিতীয়া তিথি। সপ্তদশ বর্ষ অতীত হইল। সকালে পরমহংসদেব কলিকাতায় ঈশানের বাড়ী নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। ঠন্‌ঠনিয়ায় ঈশানের ভদ্রাসন-বাটী। সেখানে তিনি শুনিলেন যে, পণ্ডিত শশধর অনতিদূরে কলেজ ষ্ট্রীটে চাটুর্য্যেদের বাড়ী রহিয়াছেন। পণ্ডিতকে দেখিবার তাঁহার ভারি ইচ্ছা। বৈকালে পণ্ডিতের বাড়ী যাইবেন, স্থির হইল।

প্রায় বেলা চারিটার সময় ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহার অতি কোমলাঙ্গ। অতি সন্তর্পণে দেহ রক্ষা হইত। তাই পথে চলিতে কষ্ট হয়---অল্পদূরও প্রায় গাড়ী না হ'লে যাইতে পারেন না। গাড়ীতে উঠিয়াই ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইলেন। তখন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষাকাল; আকাশে মেঘ; পথে কাদা। ভক্তেরা গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে যাইতেছেন। তাঁহারা পথে দেখিলেন, রথযাত্রা উপলক্ষে ছেলেরা তাল পাতার ভেঁপু বাজাইতেছে।

গাড়ী বাটীর সম্মুখে উপনীত হইল। দ্বারদেশে গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

উপরে যাইবার সিঁড়ি। তৎপরে বৈঠকখানা। উপরে উঠিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন যে, শশধর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছেন। পণ্ডিতকে দেখিয়া বোধ হইল যে. তিনি যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর বলিলে, বলা যায়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তিনি অতি বিনীতভাবে ভক্তিভরে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে সঙ্গে করিয়া ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। সকলেই উৎসুক যে, তাঁহার নিকটে বসেন ও তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথামৃত পান করেন। নরেন্দ্র, রাখাল, রাম, মাষ্টার ও অন্যান্য অনেক

* শ্রীযুত শশধর তর্কচূড়ামণি।

ভক্তেরা উপস্থিত ছিলেন। হাজরাও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ী হইতে আসিয়াছিলেন। পণ্ডিতকে দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই অবস্থায় হাসিতে হাসিতে পণ্ডিতের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, বেশ! বেশ! পরে পণ্ডিতকে বলিলেন, আচ্ছা তুমি কি রকম লেক্‌চার দাও?

শশধর। মহাশয়, আমি শাস্ত্রের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করি।

[কলিতে ভক্তিযোগ কর্ম্মযোগ নহে।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মের কথা আছে, তার সময় কৈ? আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হ'য়ে যায়। আজকাল ফিবার মিক্‌শ্চার। কর্ম্ম ক'রতে যদি বল তো নেজামুড়া বাদ দিয়ে ব'ল্‌বে। আমি লোকদের বলি, তোমাদের 'আপোধন্যন্তা' ওসব অত বল্‌তে হবে না। তোমাদের গায়ত্রী জপ্‌লেই হবে। কর্ম্মের কথা যদি একান্ত বল, তবে ঈশানের মত কর্ম্মী দুই এক জনকে ব'ল্‌তে পার।

[বিষয়ী লোক ও লেকচার।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাজার লেক্‌চার দাও, বিষয়ী লোকদের কিছু ক'রতে পারবে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে তো দেওয়ালের কিছু হবে না। তরোয়ালের চোট মারলে কুমীরের কি হবে? সাধুর কমণ্ডলু (তুম্বা) চার ধাম করে আসে, কিন্তু যেমন তেঁতো তেমনি তেঁতো। তোমার লেক্‌চারে বিষয়ী লোকদের বড় কিছু হ'চ্ছে না। তবে, তুমি ক্রমে ক্রমে জান্‌তে পারবে। বাছুর একেবারে দাঁড়াতে পারে না। মাঝে মাঝে প'ড়ে যায়, আবার দাঁড়ায়;—তবে তো দাঁড়াতে ও চল্‌তে শিখে।

[নবানুরাগ ও বিচার।]

"কে ভক্ত কে বিষয়ী তুমি চিন্তে পার না। তা সে তোমার দোষ নয়। প্রথম ঝড় উঠ্‌লে কোন্‌টা তেঁতুল গাছ, কোন্‌টা আম গাছ, বোঝা যায় না।

[কর্ম্মত্যাগ ও ঈশ্বরলাভ; যোগ ও সমাধি।]

"এ কথা সত্য, ঈশ্বরলাভ না হ'লে কেউ একেবারে কর্ম্মত্যাগ ক'রতে পারে না। সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কত দিন? যতদিন না ঈশ্বরের নামে অশ্রু আর পুলক হয়। একবার 'ওঁ রাম' ব'ল্‌তে যদি চক্ষে জল আসে, তা হ'লে নিশ্চয় জেন যে, তোমার কর্ম্ম শেষ হ'য়েছে। আর সন্ধ্যাদি কর্ম্ম ক'র্‌তে হবে না।

'ফল হলেই ফুল পড়ে যায়। ভক্তি—ফল; কর্ম্ম—ফুল। গৃহস্থের বউ, পেটে ছেলে হ'লে বেশী কর্ম্ম ক'রতে পারে না। শাশুড়ী দিন দিন তার কর্ম্ম কমিয়ে দেয়। দশমাসে পড়্‌লে, শাশুড়ী প্রায় কর্ম্ম ক'রতে দেয় না। ছেলে হ'লে ঐটীকে নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে, আর কর্ম্ম ক'রতে হয় না।

"সন্ধ্যা, গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী, প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়। যেমন ঘণ্টার শব্দ টং ট-অম্। যোগী নাদভেদ ক'রে পরব্রহ্মে লয় হন।

"সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদিকর্ম্মের লয় হয়। এই রকমে জ্ঞানীদের কর্ম্মত্যাগ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[পাণ্ডিত্য ও সাধন। পাণ্ডিত্য ও বিবেক বৈরাগ্য।]

সমাধি কথা বলিতে বলিতে প্রভুর ভাবান্তর হইল! তাঁহার চন্দ্রমুখ হইতে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বহির্গত হইতে লাগিল। আর বাহ্যজ্ঞান নাই। মুখে একটী কথা নাই। নেত্র স্থির। নিশ্চয়ই জগন্নাথকে দর্শন করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বালকের ন্যায় বলিলেন, আমি জল খাব।

সমাধির পর যখন জল খাইতে চাহিতেন, তখন ভক্তেরা এক প্রকার জানিতে পারিতেন যে, এবার ইনি ক্রমশঃ বাহ্যজ্ঞান লাভ করিবেন।

ঠাকুর ভাবে বলিতে লাগিলেন, মা! সে দিন ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখালি। তার পর আমি আবার ব'লেছিলাম, 'মা! আমি আর এক জন পণ্ডিতকে দেখ্‌বো'; তাই তুই আমায় এখানে এনেছিস্।

পরে শশধরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাবা! আর একটু বল বাড়াও। আর কিছু দিন সাধন ভজন কর। গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁধি? তবে তুমি লোকের ভালর জন্য এ সব কচ্ছো। (এই বলিয়া ঠাকুর শশধরকে মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিলেন।)

ঠাকুর আরও বলিলেন, "যখন প্রথমে তোমার কথা শুন্‌লুম, তখন জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম যে, এই পণ্ডিত কি শুধু পণ্ডিত, না বিবেক-বৈরাগ্য আছে?

[আদেশ ও আচার্য্য]

"যে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে ব্যক্তি পণ্ডিতই নয়।

"যদি আদেশ হ'য়ে থাকে, তা'হলে লোক-শিক্ষায় দোষ নাই। আদেশ পেয়ে যদি কেউ লোক-শিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না।

"বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটী কিরণ আসে, তা'হলে এমন শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মত হ'য়ে যায়।

"প্রদীপ জ্বাল্‌লে, বাদ্‌লে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে—ডাক্‌তে হয় না। তেমনি যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর লোক ডাক্‌তে হয় না। অমুক সময়ে লেক্‌চার হবে ব'লে, খবর পাঠাতে হয় না। তাঁর নিজের এমনি টান যে, লোক তাঁর কাছে আপনি আসে। তখন রাজা, বাবু, সকলে দলে দলে আসে। আর বল্‌তে থাকে, আপনি কি লবেন? আম, সন্দেশ, টাকা, কড়ি, শাল এই সব এনেছি, আপনি কি লবেন? আমি সে সকল লোককে বলি, 'দূর কর—আমার ওসব ভাল লাগে না, আমি কিছু চাই না'।

"চুম্বক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস? ব'ল্‌তে হয় না—লোহা আপনি চুম্বুক পাথরের টানে ছুটে আসে।

"এরূপ লোক পণ্ডিত নয় বটে। তা'বোলে মনে করো না যে, তাঁর জ্ঞানের কিছু কম্‌তি হয়। বই পড়ে কি জ্ঞান হয়? যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে—ফুরোয় না।

"ওদেশে ধান মাপ্‌বার সময়, একজন মাপে, আর একজন রাশ্‌ ঠেলে দেয়; তেমনি যিনি আদেশ পান, তিনি যত লোক-শিক্ষা দিতে থাকেন, মা আমার পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ্‌ ঠেলে ঠেলে দেন; সে জ্ঞান আর ফুরায় না।

"মার যদি একবার কটাক্ষ হয়, তা'হলে কি আর জ্ঞানের অভাব থাকে? তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি, কোন আদেশ পেয়েছ কিনা?

হাজরা। হাঁ, অবশ্য আদেশ পেয়েছেন। কেমন মহাশয়?

পণ্ডিত। না, আদেশ? তা এমন কিছু পাই নাই।

গৃহস্বামী। আদেশ পান নাই বটে। কর্ত্তব্যবোধে লেক্‌চার দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যে আদেশ পায় নাই, তার লেক্‌চার কি হবে?

"একজন (ব্রাহ্ম) লেক্‌চার দিতে দিতে ব'লেছিল, "ভাইরে, আমি কত মদ খেতুম, হেন কত্তুম, তেন কত্তুম।" এই কথা শুনে, লোকগুলো বলাবলি ক'র্‌তে লাগ্‌লো, "শালা বলে কিরে মদ খেত!" এই কথা বলাতে উল্টো উৎপত্তি হ'ল। তাই ভাল লোক না হ'লে লেক্‌চারে কোন উপকার হয় না।

"বরিশালে বাড়ী একজন সদরওয়ালা ব'লেছিল, "মহাশয়, আপনি প্রচার ক'র্‌তে আরম্ভ করুন্‌। তা'হলে আমিও কোমর বাঁধি। আমি ব'ল্‌লাম ওগো, একটা গল্প শোন। ওদেশে হালদার পুকুর ব'লে একটী পুকুর আছে। যত লোক তার পাড়ে বাহ্যে ক'রতো। সকাল বেলা যারা পুকুরে আসতো, গালা-

গালে তাদের ভুত ছাড়িয়ে দিত; গালাগালে কোন কাজ হ'ত না; আবার তার পর দিন সকালে পাড়ে বাহে ক'রেছে, লোকে দেখ্‌তো। কিছু দিন পরে কোম্পানি থেকে একজন চাপরাসী একটা হুকুম পুকুরের কাছে মেরে দিলে; কি আশ্চর্য্য, একেবারে বাহে করা বন্ধ হ'য়ে গেল!

"তাই ব'ল্‌ছি হেঁজি পেঁজি লোকে লেক্‌চার দিলে কিছু কাজ হয় না। চাপরাস থাক্‌লে তবে লোকে মান্‌বে। ঈশ্বরের আদেশ না থাক্‌লে লোক-শিক্ষা হয় না। যে লোক-শিক্ষা দিবে, তার খুব শক্তি চাই। কল্‌কেতায় অনেক হনুমানপুরী আছে—তাদের সঙ্গে তোমায় লড়তে হ'বে। এরা তো (যারা চারিদিকে সভায় বসে আছে) পাঠ্‌ঠা!

"চৈতন্যদেব নিজে অবতার। তিনি যা ক'রে গেলেন তারই কি র'য়েছে বল দেখি? আর যে আদেশ পায় নাই, তা'র লেক্‌চারে কি উপকার হবে?

[কিরূপে আদেশ পাওয়া যায়।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই ব'ল্‌ছি ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও। এই কথা বলিয়া প্রভু প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গান গাইতে লাগিলেন।

গীত।

ডুব্‌ ডুব্‌ ডুব্‌ রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে পাবিরে প্রেম-রত্নধন॥
খুঁজ্‌ খুঁজ্‌ খুঁজ্‌ খুঁজ্‌লে পাবি হৃদয়-মাঝে বৃন্দাবন।
দিব্‌ দিব্‌ দিব্‌ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বল্‌বে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্‌জন।
কুবির বলে শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ সাগরে ডুব্‌লে মরে না—এ যে অমৃতের সাগর।

[নরেন্দ্র ও অমৃতের সাগর।]

"আমি নরেন্দ্রকে ব'লেছিলুন—ঈশ্বর রসের সমুদ্র; তুই এ সমুদ্রে ডুব্‌ দিবি কি না বল। আচ্ছা মনে কর খুলিতে এক খাল রস র'য়েছে, আর তুই মাছি হ'য়েছিস। তুই কোথা ব'সে রস খাবি বল্‌? নরেন্দ্র ব'ল্লে, আমি খুলির আড়ায় ব'সে মুখ বাড়িয়ে খা'ব। কেন না বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব যে! তখন আমি ব'ল্‌লাম বাবা এ সচ্চিদানন্দ সাগর—এতে মরণের ভয় নাই, এ সাগর অমৃতের সাগর। যারা অজ্ঞান তারাই বলে যে, ভক্তি প্রেমের

বাড়াবাড়ি ক'র্‌তে নাই। ঈশ্বরপ্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে? তাই, তোমায় বলি, সচ্চিদানন্দ-সাগরে মগ্ন হও।

ঈশ্বর লাভ হ'লে ভাবনা কি? তখন আদেশও হ'বে, লোক-শিক্ষাও হবে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঈশ্বর লাভের নানা পথ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ।

"যে কোন প্রকারে হউক এ সাগরে পড়্‌তে পার্‌লেই হ'ল। মনে কর অমৃতের একটী কুণ্ড আছে। কোন রকমে এই অমৃত একটু মুখে পড়্‌লেই অমর হবে—তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড় বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেবে একটু খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক্। একই ফল। একটু অমৃত আস্বাদন কর্‌লেই তুমি অমর হবে।

অনন্ত পথ—তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি যে পথ দিয়া যাও, আন্তরিক হ'লে ঈশ্বরকে পাবে।

মোটামুটি যোগ তিন প্রকার;—'জ্ঞানযোগ', 'কর্ম্মযোগ', আর 'ভক্তিযোগ।'

১। জ্ঞানযোগ:—জ্ঞানী, ব্রহ্মকে জান্‌তে চায়। নেতি নেতি বিচার করে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই বিচার করে। সদসৎ বিচার করে। বিচারের শেষ যেখানে, সেখানে সমাধি হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

২। কর্ম্মযোগ:—কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা। তুমি যা শিখাচ্ছ।

অনাসক্ত হ'য়ে প্রাণায়াম, ধ্যানধারণাদি করা কর্ম্মযোগ। সংসারী লোকেরা যদি অনাসক্ত হ'য়ে, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে, তাঁ'তে ভক্তি রেখে, সংসারের কর্ম্ম করে, সেও কর্ম্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে পূজা, জপ এই সব কর্ম্ম করার নামও কর্ম্মযোগ। ঈশ্বর লাভই কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য।

৩। ভক্তিযোগ:—ঈশ্বরের নাম গুণকীর্ত্তন এই সব ক'রে, তাঁ'তে মন রাখা। কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম।

কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। প্রথমতঃ, আমি আগেই ব'লেছি, সময় কৈ? শাস্ত্রে যে সব কর্ম্ম ক'র্‌তে বলেছে, তার সময় কৈ? কলিতে আয়ু কম।

তার পর অনাসক্ত হ'য়ে, ফলকামনা না ক'রে, কর্ম্ম করা ভারি কঠিন। ঈশ্বর লাভ না ক'র্‌লে ঠিক অনাসক্ত হওয়া যায় না। তুমি হয় তো জান না, কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে।

আবার জ্ঞানযোগও এ যুগে ভারি কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ তাতে আবার আয়ু কম। তার পর আবার দেহ বুদ্ধি কোন মতে যায় না। এ দিকে দেহবুদ্ধি না গেলে একেবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী বলে, আমি সেই ব্রহ্ম। আমি শরীর নই। আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, এ সকলের পার।

যদি রোগ শোক, সুখ দুঃখ, এ সব বোধ থাকে, তুমি জ্ঞানী কেমন ক'রে হবে? এ দিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর ক'রে রক্ত পড়ছে, খুব লাগছে—অথচ ব'লছে, কৈ হাত তো কাটে নাই। আমার কি হ'য়েছে?

[ভক্তিযোগ ই যুগধর্ম্ম; জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ নহে।]

তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ আর অন্যান্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এ সব পথ ভারি কঠিন।

ভক্তিযোগ যুগধর্ম্ম—তার এ মানে নয় যে, ভক্ত এক জায়গায় যাবে; জ্ঞানী বা কর্ম্মী আর এক জায়গায় যাবে। এর মানে যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধ'রে যান, তা হ'লেও সেই জ্ঞান লাভ ক'র্‌বেন। ভক্তবৎসল মনে ক'র্‌লেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন।

[ভক্তের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়?]

ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখ্‌তে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'র্‌তে চায়—প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুসী হয়, তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন। ভক্তি ও দেন, জ্ঞান ও দেন।

কল্‌কাতায় যদি কেউ একবার এসে পড়্‌তে পারে; তা হ'লে গড়ের মাঠ, সুসাইটী সবই দেখতে পায়।

কথাটা এই, এখন কল্‌কাতায় কেমন ক'রে আসি।

জগতের মাকে পেলে, ভক্তিও পাবে আবার জ্ঞানও পাবে। জ্ঞানও পাবে, আবার ভক্তিও পাবে। ভাবসমাধিতে রূপদর্শন হয়; আবার নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ডসচ্চিদানন্দ দর্শন হয়, তখন অহং, নাম, রূপ থাকে না।

[ভক্ত ও কর্ম্ম; ভক্তের প্রার্থনা।]

ভক্ত বলে 'মা, সকাম কর্ম্মে আমার বড় ভয় হয়। সে কর্ম্মে কামনা আছে। সে কর্ম্ম ক'র্‌লেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করা

বড় কঠিন। সকাম কর্ম্ম ক'রতে গেলে, তোমায় ভুলে যাবো। তবে এমন কর্ম্মে কাজ নাই। যত দিন না তোমায় লাভ ক'রতে পারি, ততদিন পর্য্যন্ত যেন কর্ম্ম কমে যায়। যে টুকু কর্ম্ম থাকবে, সে টুকু কর্ম্ম যেন অনাসক্ত হ'য়ে করতে পারি, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়। আর যত দিন না তোমায় লাভ ক'র্ত্তে পরি, তত দিন যেন নূতন কর্ম্ম জড়াতে মন না যায়। তবে যখন তুমি আদেশ ক'রবে তখন তোমার কর্ম্ম করবো, নচেৎ নয়।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[তীর্থযাত্রা ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ।]

পণ্ডিত। মহাশয়ের তীর্থে কত দূর যাওয়া হ'য়েছিল?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, কতক জায়গা দেখেছি। (সহাস্যে) হাজরা অনেক দূর গিছ্‌ল, আর খুব উঁচুতে উঠে ছিল। হৃষীকেশ গিছ্‌ল। (সকলের হাস্য)। আমি অতদূরও যাই নাই, অত উঁচুতেও উঠি নাই। (সকলের হাস্য)।

"চিল শকুনিও অনেক উচেচ উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। (সকলের হাস্য) ভাগাড় কি জান? কামিনী ও কাঞ্চন!

যদি এখানে ব'সে ভক্তি লাভ করতে পার, তা হ'লে তীর্থ যাবার কি দরকার? কাশী গিয়ে দেখ্‌লাম সেই গাছ! সেই তেঁতুলপাতা।

তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হ'লো, তাহ'লে তীর্থ যাওয়ার আর ফল হ'ল না। আর ভক্তিই সার, আর এক মাত্র প্রয়োজন। চিল শকুনি কি জান? অনেক লোক আছে, তারা লম্বা লম্বা কথা কয়। আর বলে যে, শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্ম ক'রতে বলেছে, আমরা অনেক ক'রেছি। এ দিকে তাদের মন ভারি বিষয়াসক্ত—টাকা, কড়ি, মান, সম্ভ্রম, দেহের সুখ, এ সব নিয়ে ব্যস্ত।"

পণ্ডিত। আজ্ঞা হাঁ মহাশয়, তীর্থে যাওয়া যা, আর কৌস্তভ মণি ফেলে অন্য হীরা মাণিক খুঁজে বেড়ানোও তা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর তুমি এইটী জেনো, হাজার শিক্ষা দাও, সময় না হ'লে ফল হবে না। ছেলে বিছানায় শোবার সময় মাকে ব'ল্লে, 'মা! আমার যখন হাগা পাবে, তখন তুমি আমায় উঠিও।' মা উত্তরে ব'ল্লে, 'বাবা, হাগাই তোমাকে উঠাবে, এ জন্য তুমি কিছু ভেব না।'

"সেইরূপ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হওয়া। ঠিক সময় হ'লেই হয়।

[আচার্য্যের তিন শ্রেণী। পাত্রাপাত্র।]

তিন রকম বদ্যি আছে।

এক রকম আছে তারা নাড়ী দেখে, ঔষধ ব্যবস্থা ক'রে চলে যায়। কেবল রোগীকে ব'লে যায়, ঔষধ খেয়ো হে। এরা অধম থাকের বদ্যি।

সেইরূপ কতকগুলি আচার্য্য উপদেশ দিয়ে যায়, কিন্তু তাদের উপদেশে লোকের ভাল হ'ল কি মন্দ হ'ল, তা দেখে না। তা'র জন্য ভাবে না।

কতকগুলি বদ্যি আছে, তারা ঔষধ ব্যবস্থা ক'রে রোগীকে ঔষধ খেতে বলে। রোগী যদি খেতে না চায়, তা'কে অনেক বুঝায়। এরা মধ্যম থাকের বদ্যি। সেইরূপ মধ্যম থাকের আচার্য্যও আছে। তারা উপদেশ দেয়, আবার অনেক ক'রে লোকদের বুঝায়, যা'তে তা'রা উপদেশ অনুসারে চলে।

আবার উত্তম থাকের বদ্যি আছে। যদি মিষ্ট কথাতে রোগী না বুঝে, তা হ'লে তারা জোর পর্য্যন্ত করে। যদি দরকার হয়, রোগীর বুকে হাঁটু দিয়ে রোগীকে ঔষধ গিলিয়ে দেয়। সেরূপ আবার উত্তম থাকের আচার্য্য আছে। তাঁরা ঈশ্বরের পথে আন্‌বার জন্য শিষ্যদের উপর জোর পর্য্যন্ত করেন।"

পণ্ডিত। মহাশয়, যদি উত্তম থাকের আচার্য্য থাকেন, তবে কেন আপনি, সময় না হ'লে জ্ঞান হয় না, এ কথা ব'ল্‌লেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সত্য বটে। কিন্তু মনে কর, ঔষধাদি যদি পেটে না যায়—যদি মুখ থেকে গড়িয়ে যায়, তা হ'লে বদ্যি কি ক'র্‌বে ? উত্তম বদ্যিও কিছু ক'র্‌তে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। পাত্র দেখে উপদেশ দিতে হয়। তোমরা পাত্র দেখে উপদেশ দাও না। আমার কাছে কেউ ছোকরা এলে আমি আগে জিজ্ঞাসা করি, 'তোর কে আছে ?' মনে কর, বাপ নাই, হয় তো বাপের ঋণ আছে, তা হ'লে সে কেমন ক'রে ঈশ্বরে মন দিবেক ? শুন্‌ছো বাপু ?

পণ্ডিত। আজ্ঞা হাঁ, আমি সব শুন্‌ছি।

[ঈশ্বরের দয়া]

শ্রীরামকৃষ্ণ। এক দিন ঠাকুরবাড়ীতে কতকগুলি শিখ সিপাহী এসেছিল। মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে তাদের সঙ্গে দেখা হ'ল। একজন ব'ল্‌লে, 'ঈশ্বর দয়াময়।' আমি ব'ল্‌লাম, 'বটে ? সত্য না কি ? কেমন ক'রে জান্‌লে ?' তার ব'ল্‌লে, 'কেন মহাশয়, ঈশ্বর আমাদের খাওয়াচ্ছেন, এত যত্ন ক'র্‌ছেন ! আমি

ব'ল্‌লাম, সে কি আশ্চর্য্য? ঈশ্বর যে সকলের বাপ! বাপ ছেলেকে দেখ্‌বে না ত কে দেখ্‌বে? ও পাড়ার লোক এসে দেখ্‌বে না কি?

নরেন্দ্র। তবে ঈশ্বরকে দয়াময় ব'ল্‌বো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে কি আমি দয়াময় বল্‌তে বারণ ক'র্‌ছি? আমার বল্‌বার মানে এই যে, ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক, পর নয়।

পণ্ডিত। কথা অমূল্য!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[বিদায়।]

ঠাকুর জল খাইতে চাহিলেন। তাঁহার কাছে এক গ্লাস জল রাখা হইয়াছিল। সে জল খাইতে পারিলেন না, আর এক গ্লাস জল আনিতে বলিলেন। পরে শুনা গেল যে, কোনও ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি ঐ জল স্পর্শ করিয়াছিল।

* * *

পণ্ডিত (হাজরার প্রতি)। আপনারা ইঁহার সঙ্গে রাতদিন থাকেন—আপনারা মহানন্দে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। আজ আমার খুব দিন! আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখ্‌লাম। (সকলের হাস্য)। দ্বিতীয়ার চাঁদ কেন ব'ল্‌লুম জান?

"সীতা রাবণকে ব'লেছিলেন, 'রাবণ পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ।' রাবণ মানে বুঝতে পারে নাই, তাই ভারি খুসি। সীতার বল্‌বার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যত দূর হবার হ'য়েছে, এইবার দিন দিন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে। রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ, তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে।

এই বলিয়া ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। পণ্ডিত বন্ধুবান্ধব সঙ্গে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর ভক্তগণ সমভিব্যাহারে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

দ্বাদশ খণ্ড।

সিঁতি ব্রাহ্মসমাজ পুনর্ব্বার দর্শন ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি উপদেশ ও তাঁহাদের সহিত আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[সমাধিমন্দিরে।]

আবার ব্রাহ্মভক্তেরা সিঁতির ব্রাহ্মসমাজে মিলিত হইলেন। ৺কালী পূজার পর দিন, কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি, ইংরাজি ১৯এ অক্টোবর, ১৮৮৪ সাল। এবার শরতের মহোৎসব। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যানবাটীতে আবার ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইল। প্রাতঃকালের উপাসনাদি হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বেলা সাড়ে চারিটার সময় আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহার গাড়ি আসিয়া বাগানের মধ্যে দাঁড়াইল। অমনি দলে দলে ভক্ত আসিয়া মণ্ডলাকারে তাঁহাকে ঘেরিতে লাগিলেন। প্রধান প্রকোষ্ঠ মধ্যে সমাজের বেদী রচনা হইয়াছে। তাহার সম্মুখে দালান। সেই দালানে ঠাকুর উপবেশন করিলেন। অমনি ভক্তগণ চারিধারে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। বিজয়, ত্রৈলোক্য ও অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্ত উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত একজন সদরওয়ালা (Sub-Judge) ও আছেন।

সমাজগৃহ মহোৎসব উপলক্ষে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। কোথা ও বা নানাবর্ণের পতাকা ; মধ্যে মধ্যে হর্ম্ম্যোপরি বা বাতায়নপথে নয়নরঞ্জন, সুন্দর পাদপ-বিভ্রমকারী বৃক্ষপল্লবরাশি। সম্মুখে পূর্ব্বপরিচিত সেই সরোবরের স্বচ্ছ সলিল মধ্যে শরতের সুনীল নভোমণ্ডল প্রতিভাসিত হইতেছে। উদ্যানস্থিত রাঙ্গা রাঙ্গা পথগুলির দুই পার্শ্বে সেই পূর্ব্ব-পরিচিত ফল-পুষ্পের বৃক্ষশ্রেণী। আজ ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেই বেদধ্বনি ভক্তেরা আবার শুনিতে পাই-বেন—যে ধ্বনি আর্য্যঋষিদের মুখ হইতে বেদাকারে এককালে বহির্গত হইয়া-

ছিল—যে ধ্বনি আর একবার নররূপধারী পরমসন্ন্যাসী, জগদ্গতপ্রাণ, জীবের দুঃখে কাতর, ভক্তবৎসল, ভক্তাবতার হরিপ্রেমবিহ্বল ঈষার (Jesusএর) মুখ হইতে তাঁহার দ্বাদশ শিষ্য সেই নিরক্ষর মৎস্যজীবিগণ শুনিয়াছিলেন, যে ধ্বনি পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকারে এক কালে বহির্গত হইয়াছিল—আর বিনয়-নম্র, ব্যাকুল, 'গুড়াকেশ, কৌন্তেয়' সারথিবেশধারী মানবাকার সচ্চিদানন্দ গুরু প্রমুখাৎ যে মেঘ-গম্ভীর ধ্বনি মধ্যে এই কথামৃত পান করিয়াছিলেন;—

"যদক্ষরং ব্রহ্মবিদো বদন্তি, বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগা
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে।
কবিং পুরাণং অনুশাসিতারম্, অণোরণীয়ান্সমনুস্মরেৎ যঃ
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
প্রয়াণ-কালে মনসাচলেন, ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্, স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আসন গ্রহণ করিয়াই সমাজের সুন্দররচিত বেদীপানে দৃষ্টিপাত করিয়াই অমনি নতশির হইয়া প্রণাম করিলেন। বেদী হইতে শ্রীভগবানের কথা হয়—তাই তিনি দেখিতেছেন যে, বেদীক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র। দেখিতেছেন, এখানে অচ্যুতের কথা হয়, তাই সর্ব্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। আদালতগৃহ দেখিলে যেমন মোকদ্দমা মনে পড়ে ও জজ্ মনে পড়ে, সেইরূপ এই হরিকথার স্থান দেখিয়া তাঁহার ভগবানের উদ্দীপন হইল।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য গান গাইতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, হ্যাঁগা, ঐ গানটী তোমার বেশ, 'দেনা পাগল করে,' ঐটী গাও না। তিনি গাইলেন;—

গীত।

আমায় দে মা পাগল ক'রে (ব্রহ্মময়ি)।
আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে॥
তোমার প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা,
ওমা ভক্তচিত্ত-হরা, ডুবাও প্রেমসাগরে॥
তোমার এ পাগলা-গারদে, কেহ হাসে, কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দভরে।
ঈশা মুসা, শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায় কবে হব মা ধন্য, ওমা মিশে তার ভিতরে॥

স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝ্‌তে পারে।
তুই প্রেমে উন্মাদিনী, ও মা পাগলের শিরোমণি,
প্রেমধনে কর মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে॥

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। একেবারে সমাধিস্থ—'উপেক্ষিয়া মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্বিংশ তত্ত্ব, সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব দেখি আপনি আপনে'। কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার সমস্তই যেন পুঁছিয়া গিয়াছে। দেহমাত্র চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বিদ্যমান। এক দিন ভগবান্ পাণ্ডবনাথের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যুধিষ্ঠির প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণগতান্তরাত্মা পাণ্ডবগণ কাঁদিয়াছিলেন। তখন আর্য্যকুলগৌরব ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত থাকিয়া অন্তিমকালে ভগবানের ধ্যাননিরত ছিলেন। তখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সবে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সহজেই কাঁদিবার দিন। শ্রীকৃষ্ণের এই সমাধিপ্রাপ্ত অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া পাণ্ডবেরা কাঁদিয়াছিলেন; ভাবিয়াছিলেন, তিনি বুঝি দেহত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[হরিকথাপ্রসঙ্গে।]

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবাবস্থায় ব্রাহ্মভক্তদের উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই ঈশ্বরীয় ভাব খুব ঘনীভূত; যেন বক্তা মাতাল হইয়া কি বলিতেছেন। ভাব ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, অবশেষে পূর্ব্বের ঠিক সহজাবস্থা।

["আমি সিদ্ধি খাব।" গীতা ও অষ্টসিদ্ধি।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)। মা! কারণানন্দ চাই না। সিদ্ধি খাব।

"সিদ্ধি কিনা বস্তু লাভ। 'অষ্টসিদ্ধি'র সিদ্ধি নয়। সে (অণিমা লঘিমাদি) সিদ্ধির কথা কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ব'লেছিলেন, 'ভাই, যদি দেখ যে, অষ্টসিদ্ধির একটী সিদ্ধি কারও আছে, তা'হলে জেনো যে, সে ব্যক্তি আমাকে পাবে না।' কেন না, সিদ্ধাই থাক্‌লেই অহংকার থাক্‌বে, আর অহংকারের লেশ থাক্‌লে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

[ঈশ্বর লাভ কি ?]

"আর এক আছে, প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ। যে ব্যক্তি সবে

ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হ'য়েছে, সে প্রবর্ত্তকের থাক। সে সব লোক ফোঁটা কাটে, তিলক মালা পরে, বাহিরে খুব আচার করে। সাধক, আরো এগিয়ে গেছে। লোক দেখান ভাব কমে গিয়েছে। সাধক ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়, আন্তরিক তাঁকে ডাকে, তাঁর নাম করে, তাঁকে সরলান্তঃকরণে প্রার্থনা করে। সিদ্ধ কে? যাঁর নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হ'য়েছে যে, ঈশ্বর আছেন, আর তিনিই সব ক'র্‌ছেন; যিনি ঈশ্বরকে দর্শন ক'রেছেন! 'সিদ্ধের সিদ্ধ' কে? যিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রেছেন। শুধু দর্শন নয়; কেউ পিতৃভাবে, কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধুরভাবে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করে।

'কাঠে আগুন নিশ্চিত আছে, এই বিশ্বাস; আর কাঠ থেকে আগুন বার ক'রে ভাত রেঁধে, খেয়ে, শান্তি আর তৃপ্তিলাভ করা; দুটী ভিন্ন জিনিস।

'ঈশ্বরীয় অবস্থার ইতি করা যায় না। তারে বাড়া, তারে বাড়া আছে।

[ব্রাহ্মসমাজ ও নিরাকারবাদ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)। এরা ব্রহ্মজ্ঞানী, নিরাকারবাদী। তা বেশ।

(ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি)। একটাতে দৃঢ় হও, হয় সাকারে নয় নিরাকারে: দৃঢ় হ'লে তবে ঈশ্বর লাভ হয়, নচেৎ হয় না। দৃঢ় হ'লে সাকারবাদীও ঈশ্বর লাভ ক'র্‌বে, নিরাকারবাদীও ঈশ্বর লাভ ক'র্‌বে। মিছরীর রুটী সিদে ক'রে খাও, আর আড় ক'রে খাও, মিষ্টি লাগ্‌বে। (সকলের হাস্য)।

[বিষয়ীর ঈশ্বর; ব্যাকুলতা ও ঈশ্বর লাভ।]

"কিন্তু দৃঢ় হ'তে হবে, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাক্‌তে হবে। বিষয়ীর ঈশ্বর কিরূপ জান? যেমন খুড়ী জেঠীর কোঁদল শুনে ছেলেরা খেলা কর্‌বার সময় পরস্পর বলে, 'আমার ঈশ্বরের দিব্য'। আর যেমন কোন ফিট বাবু পান চিবুতে চিবুতে হাতে ষ্টিক (stick) ক'রে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটী ফুল তুলে বন্ধুকে বলে, 'ঈশ্বর কি beautiful ফুল ক'রেছেন!' কিন্তু এ বিষয়ীর ভাব ক্ষণিক, যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে।

"একটার উপর দৃঢ় হ'তে হবে। ডুব দাও। ডুব না দিলে সমুদ্রের ভিতরে রত্ন পাওয়া যায় না। জলের উপর কেবল ভাস্‌লে পাওয়া যায় না।"

এই বলিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে গানে কেশবাদি ভক্তদের মন মুগ্ধ করিতেন, সেই গান—সেই মধুর কণ্ঠে গাইতে লাগিলেন। সকলের বোধ হইল, যেন স্বর্গধামে বা বৈকুণ্ঠে বসিয়া আছেন।

গীত।

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন॥
খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্‌লে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বল্‌বে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্‌জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে।]

[ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। ডুব দাও। ঈশ্বরকে ভালবাস্‌তে শেখ। তাঁর প্রেমে মগ্ন হও। দেখ, তোমাদের উপাসনা শুনেছি। কিন্তু তোমাদের ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অত বর্ণনা কর কেন? 'হে ঈশ্বর, তুমি আকাশ করিয়াছ, বড় বড় সমুদ্র করিয়াছ, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, নক্ষত্রলোক সব ক'রেছ', এ সব কথা আমাদের অতো কাজ কি?

"সব লোক বাবুর বাগান দেখেই অবাক্—কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ভিতর ছবি, এই সব দেখেই অবাক্! কিন্তু কই, বাগানের মালিক যে বাবু, তাঁকে খোঁজে ক জন? বাবুকে খোঁজে দুই একজনা। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হ'য়ে খুঁজ্‌লে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়, যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা ক'চ্চি। সত্যি ব'ল্‌ছি দর্শন হয়! একথা কারেই বা ব'ল্‌ছি, কেবা বিশ্বাস করে!

[শাস্ত্র না প্রত্যক্ষ (The Law or Revelation)?]

শ্রীরামকৃষ্ণ। শাস্ত্রের ভিতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? শাস্ত্র প'ড়ে হদ্দ অস্তিমাত্র বোধ হয়। কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না। ডুব দেবার পর, তিনি নিজে জানিয়ে দিলে তবে সব সন্দেহ দূর হয়। বই হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধ'র্‌তে পার্‌বে না। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভোলাতে পার্‌বে, কিন্তু তাঁকে পাবে না।

"শাস্ত্র, বই, শুধু এ সব তাতে কি হবে? তাঁর কৃপা না হ'লে কিছু হবে না। যাতে তাঁর কৃপা হয়, ব্যাকুল হ'য়ে তার চেষ্টা করো। কৃপা হ'লে তাঁর দর্শন হবে। তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কইবেন।

থাক্‌বে, আর এক হাতে কাজ ক'র্‌বে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাক্‌বে, তখন নির্জ্জনে বাস ক'র্‌বে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা ক'র্‌বে।

সদরওয়ালা (আনন্দিত হইয়া)। মহাশয়, এ অতি সুন্দর কথা! নির্জ্জনে সাধন চাই বই কি! কিন্তু ঐটী আমরা ভুলে যাই। মনে করি বুঝি একেবারে জনক রাজা হ'য়ে প'ড়েছি! (শ্রীরামকৃষ্ণের ও সকলের হাস্য)। সংসারত্যাগের যে প্রয়োজন নাই, বাড়ীতে থেকেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, এ কথা শুনে ও আমার শান্তি ও আনন্দ হ'লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ত্যাগ তোমাদের কেন ক'র্‌তে হবে? যে কালে যুদ্ধ করতে হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ করা ভাল। ইন্দ্রিয়াদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে হবে; খিদে তৃষ্ণা এ সবের সঙ্গে, যুদ্ধ ক'র্‌তে হবে। এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়তো খেতেই পেলে না, তখন ঈশ্বর টীশ্বর সব ঘুরে যাবে। একজন তার মাগ্‌কে ব'লেছিল, 'আমি সংসার ত্যাগ ক'রে চ'ল্লুম। মাগটী একটু জ্ঞানী ছিল। সে তাকে ব'ল্লে, 'কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্য দশ ঘরে যেতে না হয়, তবে যাও। তা যদি হয়, তা'হলে এই এক ঘরই ভাল।'

"তোমরা ত্যাগ কেন ক'র্‌বে? বাড়ীতে বরং সুবিধা। আহারের জন্য ভাব্‌তে হবে না। সহবাস স্বদারার সঙ্গে, তাতে দোষ নাই। শরীরের যখন যেটী দরকার, কাছেই পাবে। রোগ হ'লে সেবা কর্‌বার লোক কাছে পাবে।

"জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ এঁরা জ্ঞানলাভ ক'রে সংসারে ছিলেন। এঁরা দুখানা তরবার ঘুরাতেন। একখান জ্ঞানের, একখান কর্ম্মের।

[জ্ঞানীর লক্ষণ।]

সদরওয়ালা। মহাশয়! জ্ঞান যে হ'য়েছে, তা কেমন ক'রে জান্‌বো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞান হ'লে তাঁকে (ঈশ্বরকে) আর দূরে দেখায় না। তিনি আর তিনি বোধ হয় না। তখন ইনি। হৃদয়মধ্যে তাঁকে দেখা যায়। তিনি সকলেরই ভিতরে আছেন, যে খুঁজে, সেই পায়।

সদরওয়ালা। মহাশয়! আমি পাপী, কেমন ক'রে বলি যে, তিনি আমার ভিতরে আছেন?

[ব্রাহ্মসমাজ, খ্রীষ্টধর্ম্ম ও পাপবাদ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সদরওয়ালার প্রতি)। ঐ কেবল তোমাদের পাপ আর পাপ!

এ সব বুঝি খ্রীষ্টানী মত! আমায় একজন একখান বই (Bible) দিলে, একটু পড়া শুনলুম, তা তাতে কেবল ঐ এক কথা! পাপ আর পাপ! আমি তাঁর নাম ক'রেছি, ঈশ্বর কি রাম কি হরি ব'লেছি—আমার আবার পাপ! এমন বিশ্বাস থাকা চাই! নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাস থাকা চাই।

সদরওয়ালা। মহাশয়! কেমন ক'রে ঐ বিশ্বাস হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁতে অনুরাগ কর। তোমাদেরই গানে আছে, 'প্রভু! বিনে অনুরাগ, ক'রে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা।' যাতে এরূপ অনুরাগ, এরূপ ঈশ্বরে ভালবাসা হয়, তাঁর কাছে গোপনে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর আর কাঁদ। মাগের ব্যামো হ'লে, কি টাকা লোক্সান হ'লে, কি কর্ম্মের জন্য, লোকে এক ঘটী কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদ্‌ছে বল দেখি?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"আম্মোক্তারী দাও।"

ত্রৈলোক্য। মহাশয়, এঁদের সময় কই। ইংরেজের কর্ম্ম ক'র্‌তে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সদরওয়ালার প্রতি)। আচ্ছা, তাঁকে আম্মোক্তারী দাও। ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভার দেয়, সে লোক কি তার মন্দ করে? তাঁর উপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাক। তিনি যা কাজ ক'র্ত্তে দিয়েছেন, তাই ক'রো।

"বিড়ালছানার পাটওয়ারি বুদ্ধি নাই, মা মা করে। মা যদি হেঁশালে রাখে, সেইখানেই প'ড়ে আছে। কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে। আবার মা যখন গৃহস্থের বিছানার উপর রাখে, তখনও সেই ভাব। মা মা করে।

সদরওয়ালা। আমরা গৃহস্থ, কতদিন এ সব কর্ত্তব্য ক'র্‌তে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমাদের কর্ত্তব্য আছে বৈ কি? ছেলেদের মানুষ ক'রতে হবে। স্ত্রীকে ভরণপোষণ ক'র্‌তে হবে ও অবর্ত্তমানে স্ত্রীর ভরণপোষণের যোগাড় ক'রে রাখ্‌তে হবে। তা যদি না কর, তুমি নির্দ্দয়। দয়া শুকদেবাদি রেখেছিলেন। দয়া যার নাই, সে মানুষই নয়।

সদরওয়ালা। সন্তান প্রতিপালন কত দিন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত। পাখী বড় হ'লে যখন সে আপনার ভার নিতে পারে, তখন তাকে ধাড়ী ঠোকরায়, কাছে আস্‌তে দেয় না। (সকলের হাসা)

[ব্রাহ্মসমাজ ও সাম্য ; 'ঈশ্বরের বৈষম্য-দোষ'।]

সদরওয়ালা। মহাশয়, তাঁর কৃপা কি একজনের উপর বেশী আর এক জনের উপর কম? তা হ'লে যে ঈশ্বরের বৈষম্য-দোষ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সেকি! ঘোড়াটাও টা আর শরাটাও টা! তুমি যা ব'ল্‌ছো, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ঐ কথা ব'লেছিল। ব'লেছিল, মহাশয়, তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন, কারুকে কম দিয়েছেন? আমি ব'ল্লাম, বিভুরূপে তিনি সকলের ভিতর আছেন—আমার ভিতরও যেমনি, পিঁপ্‌ড়েটীর ভিতরও তেমনি। কিন্তু শক্তিবিশেষ আছে। যদি সকলেই সমান হবে, তবে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নাম শুনে তোমায় আমরা কেন দেখ্‌তে এসেছি? তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে, তাই দেখ্‌তে এসেছি! তা নয়, তুমি দয়ালু, তুমি পণ্ডিত এই সব গুণ তোমার অপরের চেয়ে আছে, তাই তোমার এত নাম। দেখ না, এমন লোক আছে যে, সে এক্‌লা একশো লোক্‌কে হারাতে পারে, আবার এমন আছে, একজনার ভয়ে পালায়।

"যদি শক্তিবিশেষ না হয়, লোকে কেশবকে এতো মান্‌তো কেন?

"গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে মানে—তা বিদ্যার জন্যই হউক, বা গাওনা বাজনার জন্যই হউক, বা Lecture দেবার জন্যই হউক, বা আর কিছুর জন্যই হউক—নিশ্চিত জেনো যে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।

ব্রাহ্মভক্ত (সদরওয়ালার প্রতি)। যা বল্‌ছেন, মেনে নেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মভক্তের প্রতি)। তুমি কি রকম-লোক! কথায় বিশ্বাস না ক'রে শুধু মেনে লওয়া কপটতা! তুমি ঢং কাচ দেখ্‌ছি!

ব্রাহ্মভক্তটী অতিশয় লজ্জিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত কেশব ও নির্লিপ্ত সংসার; সংসার-ত্যাগ।]

সদরওয়ালা। মহাশয়, সংসার কি ত্যাগ ক'র্‌তে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, তোমাদের ত্যাগ কেন কর্‌তে হবে? সংসারে থেকেই হ'তে পারে। তবে আগে দিন কতক নির্জ্জনে থাক্‌তে হয়। নির্জ্জনে থেকে ঈশ্বরের সাধনা ক'র্‌তে হয়। বাড়ীর কাছে এমন একটী আড্ডা ক'র্‌তে হয়, যেখানে থেকে বাড়ীতে এসে অমনি একবার ভাত খেয়ে যেতে পার। কেশব

সেন, প্রতাপ, এরা সব ব'লেছিল, মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত। আমি বল্লুম, জনকরাজা অমনি মুখে বল্লেই হওয়া যায় না। জনক রাজা অমনি হেটমুণ্ড হ'য়ে আগে নির্জ্জনে কত তপস্যা ক'রেছিল। তোমরা কিছু কর, তবে তো জনক রাজা হবে। অমুক খুব তর্ তর্ ক'রে ইংরাজি লিখ্‌তে পারে; তাকি একেবারেই লিখ্‌তে পেরেছিল? সে গরিবের ছেলে, আগে একজনের বাড়ীতে থেকে তাদের রেঁধে দিতো, আর দুটী দুটী খেতো, অনেক কষ্টে লেখা পড়া শিখেছিলো, তাই এখন তর্ তর্ ক'রে লিখ্‌তে পারে।

"কেশবসেনকে আরও ব'লেছিলুম, নির্জ্জনে না গেলে, শক্ত রোগ সার্‌বে কেমন ক'রে? রোগটী হ'য়েছে বিকার। আবার যে ঘরে বিকারী রোগী, সেই ঘরেই আচার তেঁতুল, আর জলের জালা। তা রোগ সার্‌বে কেমন ক'রে? আচার তেঁতুল—এই দেখো, ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে আমার মুখে জল এসেছে। (সকলের হাস্য)। সম্মুখে থাক্‌লে কি হয়, সকলেই তো জান। মেয়েমানুষ পুরুষের পক্ষে এই আচার তেঁতুল, আবার ভোগ-বাসনা জলের জালা। বিষয়-তৃষ্ণার শেষ নাই, আর এই বিষয় রোগীর ঘরে। এতে কি বিকার রোগ সারে? দিন কতক ঠাঁইনাড়া হ'য়ে থাক্‌তে হয়, যেখানে আচার তেঁতুল নাই, জলের জালা নাই। তার পর নীরোগ হ'য়ে আবার সেই ঘরে এলে আর ভয় নাই। তাঁকে লাভ ক'রে সংসারে এসে থাক্‌লে আর কামিনী-কাঞ্চনে কিছু ক'রতে পারে না। তখন জনকের মত নির্লিপ্ত হ'তে পা'র্‌বে।

"কিন্তু প্রথমাবস্থায় সাবধান হওয়া চাই। খুব নির্জ্জনে থেকে সাধন করা চাই। অশ্বত্থগাছ যখন চারা থাকে, তখন চারিদিকে বেড়া দেয়, পাছে ছাগল গরুতে নষ্ট করে। কিন্তু গুঁড়ি মোটা হ'লে আর বেড়ার দরকার হয় না। হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছু ক'র্‌তে পারে না। যদি নির্জ্জনে সাধন ক'রে, ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ ক'রে, বল বাড়িয়ে, বাড়ী গিয়ে সংসার কর, তা'হলে কামিনীকাঞ্চনে তোমার কিছু কর্‌তে পা'র্‌বে না।

"নির্জ্জনে দৈ পেতে মাখম্ তুল্‌তে হয়। জ্ঞানভক্তি রূপ মাখম্ যদি একবার মন রূপ দুধ থেকে তোলা হয়, তা'হলে সংসার রূপ জলের উপর রাখ্‌লে নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাস্‌বে। কিন্তু মনকে কাঁচা অবস্থায়—দুধের অবস্থায়, যদি সংসার রূপ জলের উপর রাখ, তা'হলে দুধে জলে মিশে যাবে। তখন আর মন নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাসতে পারবে না।

"ঈশ্বরলাভের জন্য সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে

[গৃহস্থের কর্ত্তব্য ; জ্ঞানোন্মাদ ও কর্ত্তব্য।]

সদরওয়ালা। স্ত্রীর প্রতি কি কর্ত্তব্য ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে ধর্ম্মোপদেশ দেবে, ভরণ পোষণ ক'রবে। যদি সতী হয়, তোমার অবর্ত্তমানে খাবার যোগাড় ক'র্‌তে হবে।

"তবে জ্ঞানোন্মাদ হ'লে আর কর্ত্তব্য থাকে না। তখন কালকার জন্ত তুমি না ভাবলে ঈশ্বর ভাবেন। জ্ঞানোন্মাদ হ'লে তিনি তোমার পরিবারদের জন্ত ভাব্‌বেন। যখন জমীদার নাবালক ছেলে রেখে ম'রে যায়, তখন অছী সেই নাবালকের ভার লয়। (সদরওয়ালার প্রতি) এ সব আইনের ব্যাপার, তুমি তো সব জানো ?

সদরওয়ালা। আজ্ঞা হাঁ।

বিজয় গোস্বামী। আহা ! আহা ! কি কথা ! যিনি অনন্তমন হ'য়ে তাঁর চিন্তা করেন, যিনি তাঁর প্রেমে পাগল, তাঁর ভার ভগবান্ নিজে বহন করেন ! নাবালকের অমনি 'অছী' এসে জোটে ! আহা কবে সেই অবস্থা হবে ? যাদের হয় তাঁরা কি ভাগ্যবান্ !

ত্রৈলোক্য। মহাশয় সংসারে যথার্থ কি জ্ঞান হয় ? ঈশ্বর লাভ হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। কেন গো তুমি তো সারে মাতে আছো (সকলের হাস্য)। ঈশ্বরে মন রেখে সংসারে আছো তো। কেন সংসারে হবে না ? অবশ্য হবে।

[জ্ঞানীর লক্ষণ ; জীবন্মুক্ত।]

ত্রৈলোক্য। সংসারে জ্ঞান লাভ হ'য়েছে, তার লক্ষণ কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হরিনামে ধারা আর পুলক। তাঁর মধুর নাম শুনেই শরীর রোমাঞ্চ হবে, আর চক্ষু দিয়ে ধারা বেয়ে প'ড়্‌বে।

"যতক্ষণ বিষয়াসক্তি থাকে কামিনী-কাঞ্চনে ভালবাসা থাকে, ততক্ষণ দেহ বুদ্ধি যায় না। বিষয়াসক্তি যত কমে, ততই আত্মজ্ঞানের দিকে চ'লে যেতে পারা যায় ; আর দেহ বুদ্ধি কমে। বিষয়াসক্তি একেবারে চ'লে গেলে আত্মজ্ঞান হয়, তখন আত্মা আলাদা, আর দেহ আলাদা বোধ হয়। নারিকেলের জল না শুকুলে দা দিয়া কেটে শাঁস আলাদা মালা আলাদা করা কঠিন হয়। জল যদি শুকিয়ে যায়, তা হ'লে নড় নড় ক'রে শাঁস আলাদা হ'য়ে যায়। একে বলে খোড়ো নারিকেল। ঈশ্বর লাভ হ'লে লক্ষণ এই যে, সে ব্যক্তি খোড়ো নারিকেলের মত হ'য়ে যায়—দেহাত্মবুদ্ধি চ'লে যায়। দেহের

সুখ দুঃখে তার সুখ দুঃখ বোধ হয় না। সে ব্যক্তি দেহের সুখ চায় না। সে জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়ায়। 'কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়।'

"যখন দেখ্‌বে, ঈশ্বরের নাম ক'র্‌তেই অশ্রু আর পুলক হয়, তখন জান্‌বে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি চ'লে গেছে, ঈশ্বর লাভ হ'য়েছে। দেশলাই যদি শুক্‌নো হয়, একটা ঘস্‌লেই দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠে। আর যদি ভিজে হয়, পঞ্চাশটা ঘস্‌লেও কিছু হয় না। কেবল কাটীগুলা ফেলা যায়। বিষয় রসে র'সে থাক্‌লে, কামিনী-কাঞ্চন রসে মন ভিজে থাক্‌লে ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয় না। হাজার চেষ্টা কর, কেবল পণ্ডশ্রম। বিষয়রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন হয়।

[উপায় ব্যাকুলতা ;—আপনার মা।]

ত্রৈলোক্য। বিষয়রস শুকাবার এখন উপায় কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। মার কাছে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকো। তাঁর দর্শন হ'লে বিষয়রস শুকিয়ে যাবে। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি সব দূরে চ'লে যাবে। আপনার মা বোধ থাক্‌লে এক্ষুণি হয়। তিনি তো ধর্ম্ম-মা নন। তিনি আপনারই মা। ব্যাকুল হ'য়ে মার কাছে আব্দার কর। ছেলে ঘুড়ী কিন্‌বার জন্য মার আঁচল ধ'রে পয়সা চায়—মা হয় তো আর আর মেয়েদের সঙ্গে গল্প ক'র্‌ছে। প্রথমে মা কোন মতে দিতে চায় না। বলে, 'না, তিনি বারণ ক'রে গেছেন, তিনি এলে ব'লে দিব, এক্ষুণি ঘুড়ী নিয়ে একটা কাণ্ড কর্ব্বি'। যখন ছেলে কাঁদ্‌তে সুরু করে, কোন মতে ছাড়ে না, তখন মা অন্য মেয়েদের বলে, 'রোস্‌ মা, এ ছেলেটাকে একবার শান্ত ক'রে আসি।' এই কথা ব'লে চাবীটা নিয়ে কড়াৎ কড়াৎ ক'রে বাক্স খুলে একটা পয়সা ফেলে দেয়। তোমরাও মার কাছে আব্দার করো, তিনি অবশ্য দেখা দিবেন। আমি শিখদের (sikhs) ঐ কথা বলেছিলাম। তারা দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে এসেছিল, মা-কালীর মন্দিরের সুমুখে ব'সে তাদের সঙ্গে কথা হ'য়েছিল। তারা ব'লেছিল, 'ঈশ্বর দয়াময়', আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, কিসে দয়াময় ? তারা ব'ল্লে 'কেন মহারাজ ! তিনি সর্ব্বদা আমাদের দেখ্‌ছেন, আমাদের ধর্ম্ম, অর্থ সব দিচ্ছেন, আহার যোগাচ্ছেন'। আমি ব'ল্লুম, যদি কারো ছেলেপুলে হয়, তাদের খপর, তাদের খাওয়ার ভার, বাপে নেবে না তো কি বামুন পাড়ার লোকে এসে নেবে ?

সদরওয়ালা। মহাশয় ! তবে কি তিনি দয়াময় নন্‌ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা কেন গো ? ও একটা ব'ল্লুম ; তিনি যে বড় আপনার লোক ! তাঁর উপর আমাদের জোর চলে। আপনার লোক্‌কে এমন কথা পর্য্যন্ত বলা যায়, 'দিবি না রে শালা ?'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[অহঙ্কার ও সদরওয়লা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সদরওয়ালার প্রতি)। আচ্ছা, অভিমান, অহঙ্কার জ্ঞানে হয়—না অজ্ঞানে হয়?

"অহঙ্কার তমোগুণ, অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়। এই অহঙ্কার আড়াল আছে ব'লে তাই ঈশ্বরকে দেখা যায় না। 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল'।

"অহঙ্কার করা বৃথা। এ শরীর, এ ঐশ্বর্য্য, কিছুই থাকবে না। একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমা দেখছিল। প্রতিমার সাজ গোজ দেখে ব'লছে, 'মা, যতই সাজো গোজ, দিন দুই তিন পরে তোমায় টেনে গঙ্গায় ফেলে দিবে (সকলের হাস্য)। তাই সকলকে ব'লছি জজই হও আর যেই হও, সব দুদিনের জন্য। তাই অভিমান অহঙ্কার ত্যাগ ক'রতে হয়।

[ব্রাহ্মসমাজ ও সাম্য; লোক ভিন্ন প্রকৃতি।]

"সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণের ভিন্ন স্বভাব। তমোগুণীদের লক্ষণ, অহঙ্কার, নিদ্রা, বেশী ভোজন, কাম, ক্রোধ এই সব। রজোগুণীরা বেশী কাজ জড়ায়; কাপড় পোষাক ফিট্ ফাট্, বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বৈঠকখানায় Queenএর ছবি; যখন ঈশ্বর চিন্তা করে, তখন চেলী, গরদ পরে; গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তার মাঝে মাঝে একটী একটী সোণার রুদ্রাক্ষ; যদি কেউ ঠাকুর-বাড়ী দেখতে আসে, তবে সঙ্গে ক'রে ক'রে দেখায়, আর বলে, এদিকে আসুন আরো আছে, শ্বেত পাথরের, মার্ব্বেল পাথরের মেজ্যা আছে, ষোল ফোকর নাট মন্দির আছে'। আবার দান করে লোককে দেখিয়ে। সত্ত্বগুণী লোক অতি শিষ্ট শান্ত; কাপড় যা তা; রোজকার পেটচলা পর্য্যন্ত; কখনও লোকের তোষামোদ ক'রে ধন নেয় না; বাড়ীতে মেরামত নাই; ছেলেদের পোষাকের জন্য ভাবে না; মান সম্ভ্রমের জন্য ব্যস্ত হয় না; ঈশ্বর চিন্তা, দান, ধ্যান, সমস্ত গোপনে—লোকে টের পায় না; মশারির ভিতর ধ্যান করে, লোকে ভাবে বাবুর রাতে ঘুম হয় নাই তাই বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাচ্ছেন। সত্ত্বগুণ সিঁড়ির শেষ ধাপ, তার পরেই ছাদ! সত্ত্বগুণ এলেই ঈশ্বর লাভের আর দেরী হয় না—আর একটু গেলেই তাঁকে পাবে।

(সদরওয়ালার প্রতি) "তুমি ব'লেছিলে, সব লোক সমান; এই দেখ, কত ভিন্ন প্রকৃতি!

"আরও কত রকম থাক্ থাক্ আছে;—(১) নিত্য জীব, (২) মুক্তজীব,